মহিলা মজলিস্।

বিবাহ ব্যয় বিভ্রাট সামাজিক আন্দোলন।

য়জারে পাজী, যুবিলী যজ্ঞ, স্বর্ণ গোলক, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা
ছবি, ল'বাবু, শ্রী, মণি-নাপ্তিনী, রাঙা ঠানদি, কালোবউ,
চাঁদামামা, দুর্গাদাস-দপ্তর প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীদুর্গাদাস দে প্রণীত।

(সন ১৩১৫ সালের ১লা কার্ত্তিক শনিবার)

কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

ন্য ৷৷০ আট আনা। সুলভ মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র

কলিকাতা ;

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

প্রভু পদে পুষ্পাঞ্জলী।

পরম পূজনীয় পরমারাধ্য

স্বর্গীয় ৺শরৎকুমার রায়

মহাশয় চরণেষু—

বড়বাবু !

আপনার সাধের কোহিনুর রঙ্গমঞ্চ ফেলিয়া, আপনার সাধের কোহিনুর-রঙ্গের অভিনেতা, অভিনেত্রী, বন্ধুবর্গ ও কর্ম্মচারীগণকে কাঁদাইয়া আপনি অনন্ত স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। এ দীনকে আপনি যে কতটা স্নেহ করিতেন তাহা লিখিয়া বা কাঁদিয়া জানাইবার শক্তি আমার নাই। আপনার সাধের কোহিনুর রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি না হইলে মহিলা-মজ্‌লিস্‌ও স্থান পাইত না। আমি দীন, আমার এমন কোন সম্বল নাই যে তাহার দ্বারা আপনাকে পূজা করি। আছে চোকের জল, কেবল তাহাই দিয়া এই মহিলা-মজ্‌লিস্‌ আপনার শ্রীচরণে অঞ্জলি দিতেছি। দয়াদানে গ্রহণ করুন।

সেবক

দীন শ্রীদুর্গাদাস।

নিবেদন।

বর্ত্তমান বিবাহ-ব্যয়-বিভ্রাট ও কন্যাদায় লইয়াই মহিলা-মজ্‌লিস্‌। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সভা প্রভৃতি সভাসমিতি, নাট্যজগতের পূজনীয় গিরিশবাবু, পূজনীয় অমৃতবাবু 'বলিদান' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট' অভিনয়ে এ বিষয়ের যথেষ্ট আন্দোলন করিয়া সমাজসেবকের কার্য্য করিয়া সমাজের সুপুত্র হইয়া সমাজের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তাঁহাদের তুলনায় আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও সাহসে ভর করিয়া আর সমাজের পূজনীয় ব্যক্তিগণের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ ভরসা সমাজ-সেবক যুবকদলের সহায়ে সহরে সহরে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, যাইয়া হাতে পায়ে ধরিয়া, অনুনয় বিনয় করিয়া আর সমাজ-শাসনের শিথিলতায় যে সকল বঙ্গ-রমণী রঙ্গিনী হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা আমাদের অন্তঃপুরবাসিনী জননী ভগ্নীগণের শ্রীচরণে ধরিয়া এইমাত্র ভিক্ষা প্রার্থনা করি যে তাঁহারা যেন কন্যাভারগ্রস্ত কন্যাকর্ত্তাগণের অবস্থানুসারে যুক্তিযুক্ত পণে নিজ নিজ পুত্রগণের বিবাহ দেন। সদরে কর্ত্তাগণ অন্দরে কর্ত্রীগণ যদি এই পথ প্রশস্ত বিবেচনা করেন আশা করি তাহা হইলে সুফল ফলিবার সম্ভব। তবে আমার উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ, আর তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহা আমি জানি না। সমাজে পরীক্ষা দিতেছি। সমাজ পরীক্ষা করুন এইমাত্র আমার বিনীত ভিক্ষা।

শেষে বক্তব্য, বর্ত্তমান কোহিনুর থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার রায় মহাশয় মহিলা মজ্‌লিস্‌কে উক্ত থিয়েটারে স্থান দিয়া আমায় চির ঋণী করিয়াছেন।

কোহিনুর থিয়েটার।
১লা কার্ত্তিক, ১৩১৫।

হিন্দু-সমাজ-সেবক
দীন শ্রীদুর্গাদাস।

মজলিসের মহল ও মহিলাগণ।

মহলগণ।

মিষ্টার মাইক্রস্কোপ মিত্র, এম. এ, বিএল,		উকীল।
শ্রীমান টেলিস্কোপ চাঁদ	...	মাইক্রস্কোপের জুড়িদার
মিষ্টার হিষ্টিরিয়া হোড়	..	লভার।
শ্রীপেল্লারাম দত্ত	.	কৃপণ বরকর্ত্তা।
শ্রীমান মনোরঞ্জন দত্ত	..	ঐ পুত্র।
শ্রীমান নলিনী বসু	...	সমাজসেবক যুবক।
শ্রীমান অক্কাচাঁদ	..	পণ্ডিত প্রেমিক।
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র	.	কন্যাকর্ত্তা।
পণ্ডিত তিনুভট্টাচার্য্য	...	কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ।
শ্রীবলভদ্র মাইতি	.	প্রেমিক পিয়ন।
শ্রীমান জ্যোৎস্নাকুমার	.	"বন্দে মাতরম" বালক।
শ্রীমান হাহুতাশনাথ শ্রীমান দীর্ঘনিশ্বাস নাথ	.	বুকে "ওয়ান্টেড" আঁটা হতাশ প্রেমিকদ্বয়।
শ্রীমান আধমরা কুমার শ্রীমানপৌনেমরা কুমার	..	বুকে "টুলেট" আঁটা প্রেমিকদ্বয়।
মুচিরাম	...	রুইদাস।

সমাজ-সেবক যুবকগণ, চাকরগণ।

মহিলাগণ

ম্যাডাম্ বেলুন বিহারিণী মিত্র	... মাইক্রস্কোপ মিত্রের মহিষী।
মিস্ বায়োস্কোপ বিউটী মিত্র	... ঐ কন্যা।
মিস্ কলেরাপটাস্ মিস্ ক্রিকেট কিউরেসিটী মিস্ পোলোপাগলিনী মিস্ রাগ্‌বী রঙ্গিনী মিস্ চুচুকাটী চাতকিনী মিস্ ডম্বল দলনী মিস্ হাড়ুডুডু হিড়িম্বিনী	... মিস্ বায়স্কোপ বিউটীর সঙ্গিনীগণ।
শ্রীমতী রসগোল্লা স্যাকরাণী	... স্বদেশী গহনাওয়ালী।
শ্রীমতী তরমুজ নিতম্বিনী	লেডী টাইপিষ্ট।
শ্রীমতী কাদম্বিনী	... পেলারামের পরিবার।
শ্রীমতী খেঁদী ...	বেলুনবিহারিণীর মেড্ সারভেণ্ট।
শ্রীমতী কুটন্ত ফ্যাসানী শ্রীমতী ফোটা ফোটা ফ্যান্সী	"নো ভেকেন্সী" বুকে আঁটা রমণীদ্বয়।
শ্রীমতী আকুশী কুমারী শ্রীমতী জেলাসী কুমারী	"ভেকেন্সী" বুকে আঁটা রমণীদ্বয়।
শ্রীমতী বঙ্গলক্ষ্মী সুন্দরী শ্রীমতী শুক্লাবসনা সুন্দরী শ্রীমতী দেবরাণী শ্রীমতী বীণাপাণি	চারটী স্বদেশী রমণী।
শ্রীমতী বড় বুড়ী শ্রীমতী ছোট বুড়ী	দুইটী হিন্দু সমাজ কুমারী।
শ্রীমতী প্রাণের হাসি	... বন্দে মাতরম্ শিক্ষিতা বালিকা।
শ্রীমতী চ্যবনপ্রাশ পাঁড়ে	... লেডী পোষ্টপিয়ন।

শ্রীমতী কুইনাইন কালসাপিনী, কোকেন কলঙ্কিনী, ক্লোরাফরম কালনাগিনী, কোককয়লা কুহকিনী, কারবলিক কাদম্বিনী, ক্যাষ্টারয়েল কাঠকুড়ানী, কোকোরা কমলিনী, কেস্‌কেডা কুমুদিনী ইত্যাদি রাঙ্গনীগণ। বউগণ, ঝি।

মহিলা-মজ্‌লিস্।

পরদা উন্মোচন

সুসজ্জিত উদ্যান সম্মুখ।

রস-রঙ্গিনীগণ।

শ্রীমতী কুইনাইন-কালসাপিনী, কোকেন-কলঙ্কিণী, ক্লোরাফরম-কালনাগিনী, কোক-কয়লা কুহকিনী, কারবলিক-কাদম্বিনী, ক্যাষ্টরয়েল-কাটকুড়ানি, কোকো-কমলিনী, কেস্‌কেডা-কুমুদিনী ইত্যাদি।

গীত।

সখের সহরে লহরে লহরে উঠ্‌ছে কত সখের তুফান ;
হেথা সখের রসে সবাই রসে রস উপ্‌চে পড়ে কাণে কাণ।
(এই রস উপ্‌চে পড়ে কানে কান)।
আমরা রঙ্গ করে বেড়াই রঙ্গে রঙ্গ দেখে থাকি ;
রঙ্গটী গুলি ধরি তুলি নিখুঁত ফটো আঁকি (ওরে সখি) ;
আবার পাই যদি সমাজের ঢেঁকি (ওরে সখি সখিরে)
তারে নাচায়ে করি লবেজান।

মরি হায়রে হায় হায়-গড় করি কলিকাতার পায়,
যার পয়সা আছে ধেই ধেই নাচে হাড়ি হলেও পৈতে চায়।
হেথা বউ কি বিবি পটের ছবি আহা যেন থিয়েটারের সখি
আছে সেজে গুজে ছেলা ছেলাবৎ কাজের বেলায় ফাঁকি।
আবার ভুলে গিয়ে রান্না-বান্না,আছে কান্না.
এঁরা চক্ষের জলে ভেসে যান।
(হেথায়) যত সমাজপতি ফোলান ছাতি
ধারেনা সমাজের ধার।
ঘরে থুব্‌ড়ী মেয়ে চুব্‌ড়ি চাপা বে দিতে চায় বিধবার।
(আহা) এরা পরাশরের দোহাই দিয়ে হিন্দুয়ানির
মল্‌চে কাণ।
উঠেছে স্বদেশী স্বদেশী একটা বোল ,—
সমাজ কিন্তু পড়ছে নেমাজ, খাচ্চে টোকো ঘোল।
বাজছে মেয়ের বিয়ে ভিটেয় ঢোল হাতে বরের বাপের
কসাই কাতান।
সখি পাড়ায় উঠেছে এক নূতন সখের ঢেউ,
হবে কারসে রঙ্গরস রসের এউ ঢেউ,
তখন কাঁদিতে হবে ভেউ ভেউ ভেউ যখন সরস রসের
বইবে উজান।

প্রথম বৈঠক।

— o —

প্রথম মজ্‌লিস্।

—o—

বেলুন-বিহারিণীর নন্‌সন্স কটেজের একপার্শ্ব।

মাষ্টার মাইক্রস-কোপ মিত্র, এম-এ. বি-এল. উকীল, পরণে পেন্‌টুলন কোমরে শিক্‌বাধা, সিকের উপর ছাতা, বুকে টু-লেট (To-Let) আঁটা, হাতে সিভিল কোড ও ক্রিমিন্যাল কোড্‌।

মাইক্রস। ইউনিভার্সিটি আমার সর্ব্বনাশটী করলে, বই কিনে কিনে ভিটে মাটী চাটী হলো। সায়েন্সে এম-এ দিয়ে চিমনী-চূড়ামণি টাইটেল পেলুম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ পেয়ে তো চতুষ্পদ হলুম! তারপর বি-এল পাশ করে উকীল হলুম, আইনের বেইমানিও শিখ্‌লুম, পয়সার মুখটীও দেখতে পেলুম না। পয়সা অভাবে পোষাকটী এই পর্য্যন্ত! বিজ্ঞান বলে সহর জুড়ে ইলেক্‌ট্রিক-ট্রাম হয়েছে, বাজের ভয় আছে তাই পিটে শিক বেঁধেছি। যেমনি কড়াৎ কোঁ—অমনি সড়াৎ সোঁ! অর্থাভাবে ট্রামের পয়সা জোটেনা বলে ভিজতে হয়—রোদে পুড়তে হয়,তাই শিকের ওপর ছাতাটী বেঁধেছি। পজিসন রক্ষার জন্য প্রাইভেটে প্রেমিকার প্রেমের সেয়ার হোল্ডার হয়েছি। ক্রিমিন্যাল কোড্‌ ও সিভিল্‌ কোড খানি

জোরে এখনও মান সম্মান রেখেছি। কেউ অপমান করতে এলে ক্রিমিন্যাল কোড্‌ খানি খুলি, কেউ টাকা চাইলেই সিভিল্‌ কোড্‌ খানি খুলি। সকলকে পার আছে, কিন্তু এই প্রাণটাকে পার নেই। লোকের বাড়ীভাড়া হয়,—বাগান ভাড়া হয়—চোখ, মুখ, নাক কান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব ভাড়া হয়, আর আমার প্রাণটা ভাড়া হবে না? পয়সার ফোর্স বেশী না প্রেমের ফোর্স বেশী? পয়সা প্রেম! প্রেম পয়সা!! পয়সা প্রেম—প্রেম পয়সা!!!

(নেপথ্যে ঢোলের আওয়াজ)

এই যে মুচি ভাই এসেছে, মুচী প্রমীস্‌ রেখেছে। অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা আজকাল মিনিয়েল ক্লাসের কথার ঠিক আছে।

(ঢোল বাজাইতে বাজাইতে নাচিতে নাচিতে
মুচিরামের প্রবেশ)

মাইক্রস। (লম্ফ দিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া করযোড়ে) মুচে—মুচে—হে মুচিপ্রবর, মুচেশ্বর! হে ঢক্কাবাদক-মুচি-কুল-তিলক! তুমি এসেছ? ওঃ তুমি ধন্য! তোমার ঢক্কাধ্বনি ধন্য ধন্য!!

মুচি। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া) এঁ এঁ এঁজ্ঞে যা বলছো, তা এঁজ্ঞে, তা এঁজ্ঞে!!!

মাইক্রস। মুচে! প্রেমময়ের পিরীতিময় চক্ষে তুমি আমি গরু, গাধা, সব জন্তুই সমান? এস, এস, (হাত বাড়াইয়া) সেক্‌-হাণ্ড করি এস। মুচি ভাই দাও তোমার হাত বাড়াইয়া দাও।

(মুচিরাম ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াইয়া দিল ; মাইক্রস কোপ্‌ সজোরে সেকহ্যাণ্ড করিল)

মুচি। (স্বগতঃ) ওঃ বাবা ! এত বয়েস হলো, অনেক বাড়ী বেজিয়েও এলুম, কোন বাড়ীতে তো এমন কোরে হাত মুচড়ে দেয় নি, হাত যে টাটিয়ে গেল ! (প্রকাশ্যে) এঁজ্ঞে ! তা এঁজ্ঞে !!

মাইক্রস। রে বাদক-কুলতিলক, ডুম্ ডুম্-শব্দকারক, তোমায় কি করিতে হইবে জান ? যদি না জান তবে শোন, তোমার ঐ সুগোল গোলাল পিট্‌টয়ামান ঢোল নামক বাদ্যযন্ত্র,—যেটী বিজ্ঞান বলে তোমার গলায় শূন্যে ঝুলয়মান আছে, এটীর উভয় দিকে কাষ্ঠলগুড় দ্বারা ধব ধবান্বিত করিতে হইবে, আর রাসভস্বরে ঘোষণা প্রচার করিতে হইবে।

মুচি। এঁজ্ঞে, তা এঁজ্ঞে, হুজুর তা আপনার অনুগেরো এঁজ্ঞে। এঁজ্ঞে রাসে মদন ঘোষের বাড়ী বেজয়েছিলুম এঁজ্ঞে !

মাইক্রস। উঃ দেশের কি দুর্দ্দিন ! বলিতে বুক ফেটে যায় ! দেশের লোক যদি আপন আপন ব্যবসা গুলি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া করিত তা হইলে আর দেশের দুর্দ্দশা থাকিত না। আমরা এদিক ওদিক চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ কহে। আমিও যে পদার্থ, মুচেও যে পদার্থ, মেছনী, গয়লানী, খাদকসনীগণ প্রভৃতিও সেই পদার্থ, কেবল সুশিক্ষার অভাবে সভ্য জাতি অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে। মুচে যদি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া ঢক্কা বাজাইতে আসিত, তাহা হইলে

আর এঁজ্ঞে এঁজ্ঞের জ্বালায় কাণ ঝালাপালা হইত না। আর রাস্‌ভস্বরে ঘোষণা অর্থে অশ্লীল মদন ঘোষের বাড়ীর রাসের কথা বলিত না। আরো শুনুন; আমাদের দেশের অবলাগণের যে প্রবলাশক্তি আছে তাহারা যদি বিলাত কি ফ্রান্স, কি জারম্যানী, কি আমেরিকা, নিদেন জাপান যাইয়া নিজ-নিজ ব্যবসার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত, আহাঃ হাঃ তাহা হইলে ভারত আজ কি সুখের হইত! ভূষিমাল খাদকম্নী খ্যাঁদী, ভুঁদী প্রভৃতি রেলি-ব্রাদারের পার্টনার হইতে পারিত। বিজ্ঞান বলে ঘোষের ঘরণীগণ গোবর হইতে, ঘুঁটে হইতে, দুগ্ধ বাহির করিতে পারিত। একটা উদাহরণ দিতেছি শুনুন। অবলা অশিক্ষিতা মনোমোহিনী মেছনী রমণী, একখানি সামান্য আঁসবটী নামক অস্ত্রের সাহায্যে, সুবৃহৎ মৎস্যগুলিকে পোষ্টমর্টেম করিয়া, সেই অশ্লীল আঁস পোঁটার সঙ্গে গন্ধবতী হয়েন, কিন্তু যদি ফ্রান্সে বা জর্ম্মানীতে যাইয়া ছেদন বিজ্ঞানের প্রকরণ শিক্ষা করিয়া মৎস্যের মুখে চুম্বনপ্রদান করিত, মৎস্য আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাইত! আঁসবটী নামক অস্ত্র উঠিয়া যাইত! আর অনেকের আঁস বটীতে আর নাক কান কাটার ভয় থাকিত না! আরো আরো অনেক কথা বলিবার জন্য আমার হৃদয় ফুস্ ফুস্ ভোঁস্ ভোঁস্ করিয়া উঠিতেছে। আর না—আর না—এইখানে আপনিই ঘন ঘন করতালি দিয়া বক্তৃতার বেগ সম্বরণ করি। (করতালি দেওন)

মুচি। এঁজ্ঞে (করতালি দেওন ও ঢোলের বাদ্যকরণ) এঁজ্ঞে!!

মাইক্রস। মুচের হৃদয় পথে একটু মধুর সঞ্চার হয়েছে। আর

একটু মধু থাকিলে মাইকেল মধু হইতে পারিত। মধুময় মুচে! যা বলে দেবো তা করতে পারবে?

মুচি। এঁজ্ঞে, তা এঁজ্ঞে!

মাইক্রস। তবে যা বলি তা শোনো।

মুচি। এঁজ্ঞে!

মাইক্রস। মুচি ভাই! তোর দুটী পায়ে পড়ি ভাই! আর এঁজ্ঞে এঁজ্ঞে করে আমাকে আর এঁজ্ঞের দলে ফেলিস্ নি ভাই।

মুচি। এঁজ্ঞে।

মাইক্রস। এঁজ্ঞে মশাই। কি বলে ঢোল দিতে হইবে শুন, এঁজ্ঞে ছাড়ুন। কলিকাতার অবলা-আড়তে; অবলা-কুলবালাগণের রঙ্গ-রসের কঙ্গ-রসের বৈঠক বসিবে। মহিলাগণ মহলগণের বিপক্ষে (Strike) অর্থাৎ ধর্ম্মঘট করিবে। সকল মহলগণকে দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। বুঝলে! যা বল্লুম! তাহা একবার বল।

মুচি। এঁজ্ঞে! কল-কল-কল- আঃ আঃ আঃ আলু আলুওলীর বাড়ীতে কলুগিন্নি কাম্ কাগ্ কামরাঙ্গার র-র-স—

মাইক্রস। বদ্মাইস, ষ্টুপিড্ অশ্লীল-বাদক-কুল-কলঙ্ক! এই যে একটু আগে তোর হৃদয়পথে বিন্দুমাত্র মধু দেখলুম। এঁজ্ঞের গুঁতোয় চিটে গুড় হয়ে গেল। দূরহ! নষ্ট, ভ্রষ্ট, দুষ্ট (ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেওন)

[মাইক্রস-কোপের প্রস্থান]

(মুচিরাম ঢোল সমেত গড়াইতে গড়াইতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ও গোঁ গোঁ শব্দ)

(বায়োস্কোপ-বিউটী, ক্রিকেট-কিউরেসিটী, পলো-পাগলিনী, রগবী-রঙ্গিনী, চুচুকাটী-চাতকিনী, ডম্বল-দলনী হাঁড়ুডুডু-হিড়িম্বিনীর প্রবেশ।)

বায়ো। My dear ক্রি-ক্রি-ক্রিকেট কিউরেসিটী, ব্যাটম্‌বল বিউটী, পলো-পাগলিনী, রগবী-রঙ্গিনী, চুচুকাটী-চাতকিনী, ডম্বল-দলনী, হাঁড়ুডুডু-হিড়িম্বিনী শোন্‌, রমণী কুলের "কুল-ব্রত" যুদ্ধে পরাভূত—আহত ব্যক্তিকে সেবা করা! ইতিহাস পাঠে অবগত আছ ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ার যুদ্ধে, রুস-তুরস্কের যুদ্ধে রমণীগণ নার্স হইয়া আহত যোদ্ধাগণকে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে। My dear ডম্‌ ডম্‌-ডম্বল! হোমিও প্যাথিক মেডিসিনের বাক্সটী নিয়ে এসো। আজ শিক্ষাটী সফল করিব। আর সারজারীর ব্যাগটাও এনো; যদি আমার সুচিকিৎসার গুণে মুচে প্রাণ ত্যাগ করে তাহা হইলে পোষ্টমর্টেম করে দেখবো যে যোদ্ধার প্রাণ, কি পরিমাণে কত ডিগ্‌রী বীর-রস কি পরিমাণে কত ডিগ্‌রী প্রেম-রস আছে! মাই ডিয়ার চুচুকাটী, মেডিসিনের বাক্সটী এনে কাঁচের পিচ্‌কারীর দ্বারা গলা দিয়া পেটের ভিতর এক ফোঁটা হাইড্রোসিনিক্‌ এসিড্‌ গলাধঃকরণ করিয়া দিবে। এতেও যদি মুচে বাচে—মুচেকে প্রাণেশ্বর করিবার চেষ্টা করিব।

মুচি। (স্বগতঃ) ওঃ বাবা! খুদে খুদে একপাল পেত্নী যে আমাকে ঘিরেছে, একবার একটু নড়বো নাকি? (নড়ন)

বায়ো। নড়ছে, নড়ছে! চোকে মুখে নাকে কানে জল দাও, জল দাও। (জল প্রদান)

বায়ো। (গীত) অন্যান্য সঙ্গিনীগণের দোয়ারকী করণ।

মরি মরিরে মুচে এ দশা তোর কে করিল!

লভ্-লেটার, লিখ্‌তে লিখ্‌তে মুচের কান্না কাণে গেল।

মুচে নাইক নেপোলিয়ান,—

যুদ্ধে দিয়েছেরে প্রাণ,—

ওরে মুচে মতিমান।

মুচে মোদের জ্ঞানের জ্ঞান মুচের প্রেমে মন মজিল!

(আহা!)

হায় যদি মুচে প্রাণে বাঁচে—

পড়বো মুচের প্রেমের প্যাঁচে—

দেখি মুচে বাঁচে না না বাঁচে।

হায় বুঝি মুচে আছে বেঁচে ঢাকে বুঝি কাটী দিল!

(আহা!)

ভগ্নি হাঁড়ুডুডুডু-হিড়িম্বিনী বুঝেছি—বুঝেছি! মুচে আমাদের কার্য্যেই মুখগুজে পড়েছে। মুচে বীরের কার্য্য করেছে। আমি মুচের পাশে বসে নারী ধর্ম্ম রক্ষা করি। তোমরা আমার ও মুচের মুখে জল দাও। আমাকে ও মুচেকে বাতাস কর। চুচুকাটী—চুচুকাটী, দেখো যেন আমার ফিলিং মাটী না হয়। (মুচের পাশে উপবেশন)

(পুনঃ দৌড়িয়া আসিয়া হাততালি দিয়া হাঃ হাঃ হাঃ হাসিয়া)

মুচিপ্রবর, মুচীশ্বর, মুচে, নড়ছে, নড়ছে! কালিদাস, চণ্ডীদাস, প্রেমকার্য্যে প্রাণ দিয়েছে, কৃষ্ণদাস পলিটীকেল কার্য্যে প্রাণ দিয়েছে, আর—আর—এই সুরসিক রুইদাস রু-রু-রু ই

রুইদাস রুইদাস —রুইদাস ! তুমি বায়স্কোপের হোপের হোপ, কেপ্‌ অব্‌ গুড্‌ হোপ্‌। তুমি কি বায়স্কোপের প্রকোপের কার্য্যে প্রাণ দিতেছো ? হাঃ হাঃ হাঃ রুই-রুই-রুই দা-দা-দা স (মুচের উপর পড়িয়া মূর্চ্ছা।)

ডম্বল। ক্রি-ক্রি-ক্রিকেট-বায়স্কোপই সুখী।

(বায়স্কোপের উপর পতন)

ক্রিকেট। ডম্‌-ডম্‌-ডম্‌-ম্‌ ব্ল-ব্ল-ব্লই সুখী (পতন)

হাঁড়ুড়ুড়ু। পোলো পোলা প্লোরগবীই সুখী (পতন)

পলো। সকলকার প্রাণে তো ফিলিং কিলিং কিলিং কিলিং করে উঠলো। ঝুপঝাপ্‌ করে পড়লো মূর্চ্ছাও গেল। আমার যে হচ্ছেনা !

মুচে। বাবা একে একে পেঙ্গীর পাল এসে ঘাড়ে পড়লো, এক বার লাড়া দেখো নাকি ?

(পলো-পাগলিনীর পিতা দিনু ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

পলো। কে ও মাধবাচার্য্য এলে, মাধবাচার্য্য, মৃণালিনীই সুখী ! এসেছে একটু ফিলিং এসেছে !

দিনু। ওরে বিষ্ঠা-খাগীর বেটী, আমি মাধবাচার্য্য নই, তোমার জন্মদাতা পিতা দিনু ভট্টাচার্য্য। আয় বেটী বাড়ী আয় ! ঝুমুরওলীর দলে মিশে উচ্ছন্ন গেলি, আয় বাড়ী আয় !

পলো। মাতানাথ ! মাতানাথ ! আপনি শান্তি ভঙ্গ করবেন না। শান্তি ভঙ্গ অপরাধে আপনার সাজা হইতে পারে ?

দিনু। মুষ্ট্যাঘাতে তোমারও মস্তকটী ভঙ্গ হইতে পারে।

পলো। তা পারে, কিন্তু মাতাম্বর পিতা-প্রবর দোষ কার ?

দোষ আপনাদের না আমাদের ? বালিকা বয়স হতে হিন্দু-য়ানি ভুলে যেতে শিক্ষা দিয়েছেন কে ? বালিকা বয়স হতে রান্না বান্না ছাড়িয়ে পটের ছবি করে তুলেছেন কে ? সে আপনারা না আমরা ? সে আপনাদের দোষ না আমাদের ? হিন্দুই হিন্দু সমাজকে উচ্ছন্ন দিচ্ছেন। এই যে ম্যারেজ্‌ এক্সপেন্স—ম্যারেজ্‌ ডাওরীতে সমাজের সর্ব্বনাশ হচ্ছে, ঘরে যুবতী কন্যা রেখে জাত কুল মান সব নষ্ট হচ্ছে, পিতা মাতার পেটে অন্ন যাচ্ছেনা, দিন রাত চখের জলে ভেসে যাচ্ছেন ! সমাজের গণ্য মান্য বদান্য মহামান্য রথরথী সবই রয়েছেন,তার দিকে কেউ কি দৃষ্টিপাত করছেন ? ছেলে পাশ করেছে, ছেলের বাপ মা গড়ের মাঠ মাপতে আরম্ভ করেছেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ফিক্‌স্‌ডিপোজিটের একাউণ্ট খুলতে হবে তার পরামর্শ করছেন। স্বপ্ন কি সত্য তা জানিনা, মনে মনে ধারণা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেলটা— রাজার রাজত্বটা—ভাড়া নোবো কিনা ? বাবা আমরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছি। আমরাই যেন সংসারের অশান্তি হয়েছি। বাবা আমরাই গৃহের গৃহলক্ষ্মী। আমা-দিগকে গৃহের গৃহলক্ষ্মী বা অলক্ষ্মী করা সমাজের হাত। হিন্দুরমণী দেবী-রূপিণী !!!

দিনু। থাম পাকা বুড়ী। বাক্যগুলি যে বোমার বাবা।

পলো। জননী-জীবনবল্লভ ! তোমার আদরের বুড়ী ছিলাম যে দিন পুণ্যিপুকুর পূজো করতুম, যে দিন লালপেড়ে কাপড় পরতুম, যে দিন তোমাদের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতুম। সেইটী যে দিন থেকে ছাড়িয়েছেন, সেই দিন থেকে আমা-

দের প্রাণে বিষ-বৃক্ষ রোপন করেছেন। সেই দিন থেকেই আর বুড়ি নেই। পলো-পাগলিনী হয়েছে।

দিনু। দূর বেটী ভুতনী, পেতনী, শাকুচুন্নি, ডাইনি—

পলো। হ্যাঁ বাবা আমি পেত্‌নি, সমাজের লোক যদি দেশের দুঃখে দুঃখী হতেন, তা হলে আর আমি পেত্‌নী হতুম না। যে হিন্দুনারীর মুখ চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পায়না,আজ সেই আমি বিবি সেজে এখানে দাঁড়াতে সাহস করতুম না? দেবী হতুম! বাবা! আপনি বাড়ী যান। আমরা বেলুন-বিহারিণীর বাড়ী চল্লুম। সেখানে আমরা কন্‌সল্‌ট্‌ করে একটী লেডী পার্লামেণ্ট করবো। উদ্দেশ্য আমরা ষ্ট্রাইক করবো। ম্যারেজ্‌ একস্‌পেন্স বয়কট-সভা করবো। বিবাহ ব্যায়ে পিকেটীং করবো। দেখি আমাদের সেই সনাতন হিন্দু-সমাজ আবার হিন্দু সমাজ হয় কি না?—হয় ভাল, না হয় সমাজের প্রায়শ্চিত্তই আমাদের প্রায়শ্চিত্তও হবে।

দিনু। (স্বগত) মেয়েটারই দোষ দেবো কি, দোষ আমাদের! এত বড় মেয়ে হলো বিয়ে দিতে পারলুম না। সমাজের দ্বারে গেলুম কেউ সাহায্য করলে না, সাহায্য দূরে থাক্— মেয়েটা যা বল্লে—যদি সমাজে বন্ধন থাকতো তা হলে আর অধঃপতন হত না। উঃ সমাজের কি দুর্দ্দিন! উঃ—

(প্রস্থান)

পলো। বাবা আপনার শ্রীচরণে আমার প্রণাম, আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে যেন এই মহান্‌ কার্য্যের সম্মান রাখ্‌তে পারি। আপনার তিরস্কার যেন আমার পুরস্কার হয়!

মুচে। (স্বগতঃ) বাবা পেত্‌নী পেলে বলে,এই বেলা পালাই।
(উঠিয়া দৌড়)।

[মুচের প্রস্থান।

বায়ো। মুচে—মুচে—মুচে !

সকলের গীত।

(আমরা) যখন দিয়েছি হানা, আর ফিরবোনা,
করবো একটা কারখানা !
হয় ফিরবো বাড়ী, নয় গলায় দড়ী,
পোড়ার মুখ আর দেখাবো না।
করবো সোসাইটী ঘর্ম্মঘট
করবো ম্যারেজ-এক্সপেন্স-বয়কট্‌,
হয়ে বসবো গট্‌, স্পিক্‌টী নট্‌, গুণ-পুরুষদের
আর গুমোর রাখবোনা।
যত ডাউন রাইট্‌ ফুলের দল মিলে,
হিন্দু হয়ে হিন্দু সমাজ উচ্ছন্ন দিলে,
সমাজ মোদের শিক্ষা দিলে ভিক্ষা মোদের দোষটী দিওনা।
মোদের দোষটী দিওনা—মোদের দোষটী দিওনা।

[সকলের প্রস্থান।



দ্বিতীয় মজ্‌লিস্‌।

—,—

ননসেন্স্‌ কটেজের অপর পার্শ্ব।

মাইক্রসকোপের বুকে টুলেট ঝুলান, টেলিস কোপের চাদরে সরিষা, হাতে ঘুঘুর খাঁচা, মিথ্যা কথা, জাল জুয়াচুরি, দাগাবজী, বাটপাড়ীর, মেডেল সর্ব্বাঙ্গে ঝুলান। মাথায় ব্রহ্মশাপ আঁটা।

(প্রবেশ)

টেলি। বাবু বাবু! সর্ব্বনাশ হয়েছে! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

মাইক্রস। অ্যাঁ অ্যাঁ কিসের সর্ব্বনাশ? কি সর্ব্বনাশ হয়েছে?

টেলি। উঃ হুঃ হুঃ! কান্না পাচ্ছে, বাবু কান্না পাচ্ছে। আমার নাড়ীর ভেতর থেকে হুড়্‌ হুড়্‌ কান্না ভুড়্‌ ভুড়্‌ বেরুচ্ছে। বাবু আমার সুইসাইড করতে ইচ্ছে হচ্ছে, দেখ্‌চি আপনাকেও সুইসাইড হতে হবে। ও হো হো, কি হলো! কি হলো! কি হলো!!!

মাইক্রস! টেলিসকোপ চাঁদ! শীঘ্র বলে ফেল বাবা, আর ধোঁকায় মেরোনা বাবা! কেন ধোঁকা খাইয়ে মারবে যাদু!

টেলি। বাবু! রেস্ত ফুরিয়ে গেছে! রেস্ত ফুরিয়ে গেছে! ও হো হো, বাবু—বাবু—চলুন, দেখ্‌বেন চলুন, কয়লাঘাটে দেখবেন চলুন।

মাইক্রস। দেখ্‌ টেলিসকোপ্‌! আমি এখন পৃথিবীর ভাবনা ভাবছি, পৃথিবীর ব্যালেন্স্‌ ঠিক আছে কিনা দেখ্‌ছি, যা হয় চট্‌ করে ব'লে ফেল।

টেলি। বাবা! কষ্টে-স্রেষ্টে সাত জাহাজ মিথ্যা কথা, পাঁচ জাহাজ জাল জোচ্চুরী, কারসাজী, দমবাজী প্রভৃতি আরও হরেক রকম এই রকম পাঁচ মিশিলে ভাল ভাল জিনিষ এসেছিল। আমি এই খবর পেয়েই না ডিগ্‌বাজী খেয়ে দৌড় চোঁ দৌড়! ভোঁ দৌড়! এমন দৌড় যে ওড়া বল্লেই হয়। উড়তে উড়তে জেনেরাল পোষ্ট-আফিসের গম্বুজে ধাক্কা লেগে একেবারে "পপাতচ",প্রায় "মমারচ" হয়ে গেলুম। তবু আমি যেই ছেলে তখুনি উঠে, গায়ের ধূলো কাদা ঝেড়ে আপনার জন্য কিছু কিনে আন্‌তে গেলুম। গিয়ে দেখি এক টুক্‌রাও নেই, সব চেঁচে পুঁচে নিয়ে গেছে।

মাইক্রস। টেলিস্‌কোপ, টেলিসকোপ! এখন উপায়?

টেলি। একটা উপায় করে এসেছি। আমার সাত পুরুষ এই কাজ করে আসচে, আর আমি একটা উপায় করতে পারব না।

মাইক্রস। বলে যাও টেলিস্কোপ, বলে যাও।

টেলি। মশাই তবে শুনুন, আমাদের বংশের কথা শুনুন। আমাদের বংশের নাম করে যদি কেউ রাস্তায় বেরোয়, তা হলে হয় তিনি হয় মটরকার চাপা পড়্‌বেন, নয় তিনি ইলেকট্রিক্‌-ট্রাম চাপা পড়বেন, নয় তিনি ঘোড়ার গাড়ী চাপা পড়বেন, নয় তিনি নিদেন গরুর গাড়ী চাপা পড়বেন। নিদেনের নিদেন বাড়ী ঢোকার মুখে, একটা হোঁচট খেয়ে মরবেন, নিদেনের নিদেন তস্য নিদেন, এমনি রক্তারক্তি হবেন, এমন কি সেই হিড়িকে তিনি বাঁচলেও বাঁচাতে পারেন, মরলেও মরতে পারেন।

মাইক্রস। আঃ হাঃ হাঃ টেলিস্‌কোপ তুমি আমার কার্য্যের যোগ্য। আহা এমন বংশ! এ বংশ যেন নির্ব্বংশ না হয়। এ বংশের দ্বারা অনেক বংশ নির্ব্বংশ হবে! এখন কি উপায় করেছ বলে ফেল, আমার প্রাণ গেল, গেল, গেল হয়েছে।

টেলি। বাবুজি উপায় না করে কি এসেছি, একটু পৌরাণিক উপায় করে এসেছি। এই হুলুস্থুলু ব্যাপার দেখেই ঘুঘু পাড়ার আফিসের বড় বাবুর কাছে দৌড়ে গেলুম, হাতেও কিছু দিলুম, আর বল্লুম, বড় বাবু মেহের বাণী করে যৎকিঞ্চিৎ টুকরা টাক্‌রা আমায় দিন। বাবু আমার কথা শুনেই বেশ করে আমার দুটী কাণ মলে দিলেন। আর এক শিশি মিথ্যা কথার আরক খাইয়ে দিলেন। আর এই নাও বলে রেগে জাল জুয়াচুরীর একটা প্যাকেট ছুড়ে দিলেন, আর বল্লেন, দেখ্‌ ব্রহ্মার মুখ থেকে যা বেরোয় তাই যেমন বেদ, মহাদেবের মুখ থেকে যা বেরোয় তাই যেমন তন্ত্র, পাশ করা ছেলের বাপের মুখ থেকে যা বেরোয় তাই যেমন মন্ত্র, আজ কালকার বউ ঝির মুখ থেকে যা বেবোয় তাই যেমন গীতা,—তেমনি তোর বা তোর মনিবের মুখ থেকে যা বেরয় সব "মিথ্যে কথা"! কলম থেকে যা বেরুবে, সব একদম জাল জুচ্চুরী, দাগাবাজী, কারসাজী। বাবুজী! উপায়টাতো শুনলেন? আহ্লাদে যে গলে গেলেন, মুখে যে হাঁসি ধরেনা, প্রাণটা দেখচি তা-না-না-না। গোঁপ ওঠেনি, তবু একটু তা দিন, একটু নাচুন, তাধিন, তাধিন, তাধিন, তেরে কেটে, তেরে কেটে, তেরে কেটে তাধিন নাচুন।

মাইক্রস। টেলিসকোপ চাঁদজী! পাড়াগাঁ থেকে এসে সহরের

লোকের কাণ কেটে দিয়েছ ; এস, এস কোলাকুলি করি এস।

টেলি। (মাইক্রস্‌কোপের মুখ টিপিয়া ধরিয়া) বাবুজী! বাবুজী! আর একটু বাকিজী, আর একটু বাকিজী, আর একটু বাকিজী।

মাইক্রস। উ-হুঁ-হুঁ-হুঁ।

টেলি। (মাইক্রসকোপের মুখ টিপিয়া ধরিয়া) আজ্ঞে আর একটু বাকি আছে। আমি এই কথা শুনে দৌড়ে এসে গঙ্গায় নেবে পড়লুম, এক আঁজলা জল হাতে নিয়ে বললুম মা-মাতর্গঙ্গে-তোমায় যেন ভক্তি থাকে মা, তোমায় আর তোমার প্রিয় ভগ্নি তুলসীকে হাতে করে যেন প্রত্যহ মিথ্যা কথা বল্‌তে পারি মা, এইকথা বল্‌তে না বল্‌তে শূন্য থেকে হাতের উপর তাঁবা তুলসী পড়লো, মা গঙ্গা, জলের ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে বল্‌লেন, টেলিস্‌কোপ চাঁদ! টেলিস্‌কোপ চাদ! তুমিই আমার উপযুক্ত পুত্র, তুমি তাঁবা, তুলসীর প্রপৌত্র।

মাইক্রস। আহাহা, টেলিস্‌কোপ চাঁদজী! ওরে আমার টেলিস্‌কোপ বাবাজী! ওহো ওরে তোকে আর কি রিওয়ার্ড দেবো, তুই আজ থেকে মিথ্যে কথার যুধিষ্ঠির হলি! তুই আজ থেকে জাল জোচ্চুরির দাতাকর্ণ হলি! টেলিস্‌কোপ! আর এক বিপদের কোপে পড়ে আমি হোপ্‌লেস হয়েছি।

টেলি। বাবুজী! বিপদ, আমরা যেখানে যাব তাদেরই তো বিপদ! বিপদটা প্রকাশ করে বলুন।

মাই। টেলিসকোপরে! উঃ হুঃ হুঃ! ম্যাডাম্‌-বেলুন-বিহারিণী

বলেন, যখন হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ আছে, আর পণ্ডিতেরা বল্‌ছেন বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, তখন আমি বিধবা বিবাহ করব।

টেলি। বাবুজী! আপনি মলে তো মাজী বিধবা-বিবাহ করবেন ?

মাইক্রস। ওরে তিনি বলেন আমি জীবন্মৃত। আরো তিনি বলেন যখন তুমি আমাতে মরেছ, তখন অবশ্য মরেছ।

টেলি। তা বাবুজী এতো বেশ সোজাসুজি। তিনি বিধবা বিবাহ করুন, আপনি বিধবা-বিবাহ করুন, ভাইসি-ভারসা হোগ, আমার হাতে একটা তোফা স্যাকরাণী আছে। বাবুজী সে বিধবা ; বিধবা বলে বিধবা, যেন নোকাধোবা। নোকা-ধোবা যেমন আসরে নামলেই আসর জমে যেতো, বাবুজীর সঙ্গে বিবাহ হলে, সহর সরগরম হবে। আপনারও পশার জম্ জমাট্ হবে।

মাইক্রস। ওরে টেলিসকোপ চাঁদ! বিধবা-বিবাহ হিন্দুর শাস্ত্র বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, কর্ম্ম বিরুদ্ধ। বিধবা বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রে মহাপাপ! সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! দেখলি না, এই বর্ত্তমান বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে কতকগুলো অকাল কুষ্মাণ্ডের মুখ পুড়ে গেল। “বঙ্গবাসীর” জয় জয় কার হলো। টেলিস্‌কোপ চাঁদ্, সব করতে পারি, হিন্দু ধর্ম্মের অপমান করতে পারি না। বিধবা বিবাহের কথা মুখে আনাও পাপ।

টেলি। বাবুজী! ঐ বুড়ো হিন্দু ধর্ম্মটা কিছু নয়, কিছু নয়। বাড়ীতে ভিখিরী এলে ভিক্ষা না দিলে মহাপাপ ; বাপ, মা এক দফা রোগে ভুগে খরচ করাবে, মলেন আবার তার

পিণ্ডি দাও, না দাও মহাপাপ, মরা গরু কি আবার জল খায়? মা একাদশী করেছেন, দ্বাদশীতে পয়সা না দাও মহাপাপ! অভাব হলে, যার আছে তার বাক্স ভেঙ্গে চুরি করে আন্‌লে মহাপাপ! বাবুজী! বাবুজী! পালিয়ে এসেছেন বেশ করেছেন। দেশ থেকে দুজনেই শুধু হাত পায়ে এসেছি, আবার না হয় শুধু হাত পায়ে চলে যাব।

মাইক্রস। আবার এক ভস্ম আর ছাই দুজনেই মাসতুতো ভাই! যেমন শিবের গুরু রাম, কি রামের গুরু শিব, কিছু নির্ণয় হয় না, তেম্‌নি টেলিসকোপ তুই আমার গুরু, কি আমি তোর গুরু, তা ওজন করলেও প্রমাণ হয় না। ওরে টেলিসকোপরে! কোল দে রে, তোর ঐ জুতো থেকে একটু কাদা নিয়ে আমার একটা ফোঁটা কেটে দেরে!

(উভয়ের আলিঙ্গন ও ফোঁটা কাটাকাটী করণ)

উভয়ে মাসী-বন্‌পো বেশে গীত।

ভাল মিলেছে দুজনে, ভাল মিলেছে দুজনে,
যেমন দেবা তেমনি দেবী, যেমন মাসী বন্‌পো বর্দ্ধমানে
(আহা!)
এক ভস্ম আর ছাই, দুজনে মাস্‌তুতো ভাই,
যেথা ছুঁচ না চলে বেটে চালাই
খেতে হবে ঠন্‌ঠনে। (শেষে)
হবে গায়ে হলুদ পুলিশেতে, দেবে আইবুড়ভাত সেসনেতে,

সেবে হাজতেতে মাকু হাতে,
তবে বিয়ের বাসর আণ্ডামানে।
শেষে বন্‌পো মাসি, গলায় ফাঁসী,
ঝুলবে দুজন প্রাণে প্রাণে!
[উভয়ের প্রস্থান।

(বুকে ভেকেন্সী (Vacancy) আঁটিয়া শ্রীমতী জেলাসী কুমারী ও শ্রীমতী আঁকুশী কুমারীর প্রবেশ।)

গীত।

আমরা প্রাণটা বড় ভালবাসি,
আমরা প্রাণটা বড় ভালবাসি।
ফ্যান্সি হয়ে ফ্যান্সি দেখে রেখেছি প্রাণ ভেকেন্সী।
আমাদের সুইট্‌ সুইট্‌ সুইট্‌ হার্ট
খায় দিনে রেতে কত লাঠ্‌
সখের প্রাণ এ গড়ের মাঠ্‌, হাতে প্রেমের আঁকুশী।
আবার গোপ্তা খেয়ে চেত্তা মেরে গলায় পরাই ফাঁসী॥

বুকে ওয়ানটেড (Wanted) আঁটিয়া শ্রীমান হা-হুতাশনাথ শ্রীমান দীর্ঘনিশ্বাসনাথের প্রবেশ।

গীত।

আমরা প্রেম কলেজের পাশটী করা
প্রেমে মরা প্রেমিক সন্ন্যাসী।
কলেজের নলেজ পেয়েছি, প্রেমের মসলা শিখেছি,
বুকে ওয়ান্‌টেড্‌ এঁটেছি,
নিয়েছি আফিং হত্তেল, ভোঁতা ছুরী দড়ী আর কল্‌সী।

ভেকেন্সী—

ওরে আমরা তোদের সব চিনি, সব জানি,

করিস্‌ প্রেমের বেইমানি।

শেষে ঘ্যানর, ঘ্যানর, ঘ্যানর, ঘ্যান ঘ্যানানী

কোটর চোখে কাঁদুনী।

ওয়ান্‌টেড—

যৌবন জোয়ারের জল, যেন বালির বাঁধ।

ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে গেলে, নিজের গলায় পড়বে ফাঁদ।

ভেকেন্সী—

তবে আয় ভালবাসি, তবে আয় ভালবাসি,

গলায় পরাই আঁকুশী।

(গলায় আঁকুশী দেওন)

ওয়ানটেড—

হয়ে গেলুম প্রেমের মোরা প্রকাণ্ড সন্ন্যাসী।

আহা প্রকাণ্ড সন্ন্যাসী, আহা হা প্রকাণ্ড সন্ন্যাসী॥

উভয়দলে—

আয় প্রেম সাগরে ভাসি, আয় প্রেম সাগরে ভাসি।

রেখোনা প্রেমের জেলাসী, রেখনা প্রেমের জেলাসী।

পরি এস প্রেমের আঁকুশী, পরি এস প্রেমের আঁকুশী॥

[প্রস্থান]

টুলেট (To Let) আঁটা শ্রীমান আদমরা কুমার
শ্রীমান্‌ পৌনে মরা কুমারের প্রবেশ।

গীত।

টুলেট্‌ এঁটে থাকব কতকাল, টুলেট্‌ এঁটে থাকব কতকাল।
ভাড়া প্রাণে চাড়া দিয়ে ঘট্‌লো কি জঞ্জাল!

নো ভেকেন্সী (No Vacancy) আঁটা শ্রীমতী কুটন্ত ফ্যাসানী
শ্রীমতী ফোটো ফোটো ফ্যান্সী যুবতীদ্বয়ের প্রবেশ।

গীত।

ওরে সেধে কেঁদে বলেছিলুম আয় ভালবাসি,আয় ভালবাসি।
এখন নো ভেকেন্সী, নো ভেকেন্সী,পরেছি পরিয়েছি ফাঁসী।

টুলেট—
আমার মনের সাধ মনে রোয়ে গেল।
দেখি যদি মরে এবার বাস্‌তে পারি ভাল।

নো ভেকেন্সী—
ভাল বাসা বড় ভাল, যদি বাসে ভাল।

টুলেট্‌। ভালবাসার প্রথমটাই ভাল,
ভালবাসার তারপরে কাল।

উভয়ে। ভালবাসা মজার জিনিস্‌—
যদি চিনিস্‌, তবে কিনিস্‌, থাকবেনাকো রিষ।
তবে আয় দি ভাল বাসার শিস্‌।
করি আয় ভালবাসার কিস্‌।
করি আয় ভাল বাসার কিস্‌॥

তৃতীয় মজলিস।

—:*:—

তরমুজ নিতম্বিণীর লজ্‌।

গীত।

আমি লেডী টাইপিষ্ট, টাইপ করি লভ্‌ লেটার।
আমায় চোখঠেরে ইসারা করে যত চুনো পুটি অফিসার।
আমার মুচকে হাসি মন্দ নয় হাঁসিতে ফাঁসী,
আমার চাউনীটুকু যে সে নয়, যেন ভালবাসি,
আমার আফিস মাষ্টার হিরো এক্‌টার
করতে বলে থিয়েটার।
আমি টুকটুকেটী ফুট্‌ফুটেটী ফুটেছি আফিসে,
কত রং বেরং এর প্রেমিক এসে বসে আমার পাশে,
আবার দিয়ে সিস্‌ বলে মিস্‌ করে কিস্‌ কতবার। (আমায়)

তরমুজ-নি। সেজে গুজে চেহারাখানা কেমন হলো একবার আর্শীতে দেখি (আর্শীতে চেহারা দেখন) বাঃ বাঃ চেহারাখানা! বাঃ! বাঃ! মুখখানা! চোখ দুটো একবার ঘুরিয়ে দেখবো? (চক্ষু ঘুরাইয়া দেখা) বারে চোখ, খুব চোখ! রংটা মেমেদের মতন—না ইহুদির মতন? মেমেতে ইহুদিতে মিশে কি একরকম! ঠিক দুধে আলতার মত নয়—ঠিক ঘোলে তালেও নয়, রাবড়ীতে পিউড়ীতে মেশালে যেমন ঠিক তেমন! ঢং ঢাং টা চাল চলনটা একবার দেখবো নাকি?

(ঢং ঢাং চাল চলন করিয়া দেখন) মরি মরি কি ঢংরে! মরি মরি কি চাল রে! নিজের মনে নিজের এই খুপ্‌সুরৎ চেহারাখানা দেখে নিজেরই জেলাসী হচ্ছে! এসব চ'ক্ষের নেশা না মনের নেশা! চোখেতে মনেতে যেন ওয়্যারলেস্‌ টেলিগ্রাফ্‌ চলেছে! চোখ মনকে বলছে মন শুনছে, আর মন চোখকে বলছে চোখ দেখছে। যদি পুরুষ হতুম এখনি রুক্মিণী হরণ করে ফেলতুম। কাজটা মন্দ নয় যদি চলে। অনেক রকম সং দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সে দিন একটা সং অলেষ্টার গায় দিয়ে এসে তার ভেতরে আমার আড়াই মন তুলোর একটা তাকিয়া চুরি করে নিয়ে গেল। আফিসে যাইনি আফিস আঁধার হয়ে আছে। চিঠি এলো বলে, আমিই আফিসের সোণার কাটী রূপোর কাটী।

আমি সোণারকাটী রূপরকাটী প্রেমকাটীতে ঢাক বাজাই;
আমার হাসি কান্না যায়না চেনা চোকটী বুজে তুলি হাই।
যদি মনের মতন রসিক রতন চোখে দেখ্‌তে পাই;
আমি হেঁসে কেঁদে নেচে গেয়ে রসে ডুবে যাই।
হলে চোকো চোকি মারি উঁকি ঝুঁকি আড়-নয়নে চাই।
যে প্রেম জানেনা প্রেম কাণা তার প্রেমের মুখে দি লো ছাই।

নেপথ্যে। রসবতী—রসবতী ও রসবতী সঙ্গীত করছি; সঙ্গীত করছি, নাচ্‌ করছি, নাচ্‌ করছি। মু ধীকুড় কুড় যাউচি! মু ধাঁকুড় কুড় যাউচি। গোঠা ঠাড়, মু টিকা লেখন অছুচি।

(বলভদ্র উড়ের প্রবেশ ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

বলভদ্র। রসবতী—অবধান করছি! পোকাড় ভাত মুখে দিচ্ছন্তি—বাক্‌স দিদি ডাকিল বলভদ্র! মু-তড়াতড়ি উঠি-কিড়ি কহিনু দিদি সাব! দিদি সাব কহিল পত্রখণ্ড নিকিড়ি ধাঁকিড়ি দিকিড়ি জবাব আনো কিড়ি। রসবতী, তোর মুখ দেখি, মোর পরাণ ছিটি ফিটি করছি। রসবতী তুই মোর প্রাণসখি হবি ?

তরমুজ। সরে যা উড়ে মেড়া।

বলভদ্র। অঁ্যা অঁ্যা—মু-অঁ্যা মু-ম্যাড়া অছি! উড়িয়া হকিম হউচি, উড়িয়া পানি কল বনাউচি, উড়িয়া বিজলি বাতি বনাউচি, উড়িয়া সাহেব হউচি, উড়িয়া কঁধে পালকী বউচি, উড়িয়া ভার কন্দা করি কল-জল বউচি, উড়িয়া বেগুণি ফুলরী দোকান করুছি, উড়িয়া সাব পত্র মেমকো দিউছি, মেমকো পত্র সাবকো দিউছি, উড়িয়া ম্যাড়া অছি ? উড়িয়া ম্যাড়া অছি !

তরমুজ। সরে যা বেটা অসভ্য কিস্‌কিন্দের প্রপৌত্তর! এখনি চাবুক লাগাবো।

বলভদ্র। অঁ্যা অঁ্যা-মু-অস্‌-ভস্‌! অঁ্যা—মু-অস্‌ভস্‌, মু ধমপত্তড়, ছড়িকিরি বিড়ি খাউচি, মু-চপ্‌কান পরুচি, মু-বঙ্গলা গান শিখুচি, মু-নাচঘরে যাইকিড়ি নাচ্‌ শিখুচি—তবু মু-ম্যাড়া হউচি, মু-অস্‌ভস্‌ হউচি। রসবতী তোর মুখ দেখি মোর প্রাণ কি মতি কি মতি করছি, পরাণে দাও দাও জ্বলছি! দেহ যেন হফিন করছি, বুক যেন যঁতা দিকড়ি মটর ভাঙ্গুচি, রসবতী দয়া কর, প্রভু জগরনাথ বল।

তরমুজ। বয়-বয় (চারি দিকে দৌড়ান) উঃ অর্থাভাবে বাবা

বিয়ে দিতে পাল্লেন না। স্বামী চিনলুম না, তা'হলে আর লেডী-টাইপিষ্ট হতে হত না। মিস্ বায়োস্কোপ দেখা করতে বলছেন যাই দেখা করে আসি। বোধ হয় ম্যারেজ এক্সপেনস বয়কট সভার আয়োজন হচ্ছে।

বলভদ্র। রসবতী ঠম্‌কে ঠম্‌কে চলছি যেন জল ঢেউয়ে হংস নাচুছি। পটলচেরা চোখে চাওচ্ছন্তি যেন অঁখি বাণ হানচ্ছন্তি।

গীত।

রসবতী, তু বড় রসিক নব নাগরী,
তু সুভদ্রা কি মেম-সাহেব চিনিতে নারি ;
তোর মু-দেখি মু-ভুলি গলা।
গোড়কু রাখু উড়িয়া পোলা,
অফিং খাইমু ঢলা ঢলা গলাকু দিমু কটারী
মু-পার্ণকি বহব, পকান্ন খায়ব বলিব প্রাণেশ্বরী।

তরমুজ। ভালবাসায় আছে কে বেঁচে—
ভালবাসায় আছে কে বেঁচে ;
উড়ে আমায় ভাল বেসে প্রাণে মরেছে।

বলভদ্র। প্রভু জগরনাথ দেখিছে—
কে পরাণ মোর ছিঁড়ে নেছে,
পরাণ ছিটীকিটী করিছে আহা আখিবাণ হানিছে,

তর। সরে যারে উড়ে মেড়া আর পিরিতে কাজ নাই।

বল। তু হব মোর রধা, মু হবো তোর প্রাণকনাই।

বঁকা হয়ে বঁশী বজাইব, হাঁটু গড়ি গোড়কু ধরিব,
ছনা মখন চুরি করি খাইব নাচিব থিয়া থিয়া থেই।
তরমুজ। সরে যা সরে যা করিস্‌নে আর ন্যাকরা।
বলভদ্র। হান ছন্তি আঁখি বাণ, হও ছন্তি অদমরা।
তর। দুর হ দুর হ ওরে জংলা জবড় জং!
বল। তোর পিরীতে সাজি মু সং মখি অল্‌কতরারং।
তর। তবে পড়েছিস তুই প্রেমের দায়।
বল। ঠিক্‌ বলুচি ঠিক্‌ বলুচি ধরি তোর পায়।
উভয়ে। তবে আয় আয় প্রেম করি দুজনায়।
প্রেম হলে দুজনায় প্রেমের তুফান বয়ে যায়।

চতুর্থ মজ্‌লিস্‌।

—*—

বায়স্কোপ বিউটীর বাসাবাটী।

বায়স্কোপ কাঁধে প্রেমের নিক্তি, পকেটে প্রেমের কম্পাস।
ও প্রেমটুমিটার।

বায়ো। (বুক পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া) ওঃ এখনো পাঁচটা বাজ্‌তে যে পাঁচ সেকেণ্ড বাকী! এই পাঁচ সেকেণ্ডে পাঁচটা কেন পাঁচকোটী পৃথিবীর প্রলয় হতে পারে। ঘড়িটী মনের বশে না মনটা ঘড়ীর বসে? আমি কার বশে? আমি লভারের বশে না লভার আমার বশে? বুকটা ধড়াস্‌

ধড়াস্ করছে কেন? প্রাণটা দপ্ দপ্ করছে কেন মনটা ঘুড়ীর মত উড়ছে কেন? মাথাটা হাতীর শুঁড়ের মত নড়ছে কেন? সর্ব্বাঙ্গ শিওরে উঠছে কেন? প্রাণের ভেতর আগ্নেয়গিরি ফাটবে নাকি? ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? লভার্ লভার্ লভার। মাদার মাদার, লভার লভার কই এলো?

(মাথায় তেকাটা মনসার টপ দিয়া বেলুন-বিহারিণীর প্রবেশ)

বায়স্কোপের গীত।

মাদার। ভালবাসা আসে বাসিনু ভাল—
ভালবাসা নাহি ভেল।
এখন সফেদা সিন্দুর রঞ্জিত বদনে
মেছেতা পড়িয়ে গেল।
মাদার! এই কি মোর করমের ফল।
(দেখ) কাঁধেতে নিকুতি বেচিব পিরীতি ;—
পিরীতি হইল চিড়ের চাকুতি।
শেষে কাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।
মাদার! হয়েছে পিরীতি দশম দশা।
বস্‌চে মুখে চখে কত মাছি মশা।
আছে হিষ্টিরিয়া হবার আশা লভার কৈ এলো।
আমার ইচ্ছে করে লভেব তরে
করি আমি ডু এলো॥

মাদার, মাদার! আমার বোধ হচ্ছে আমার দেহ থেকে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। বোধ হচ্ছে ভূমিকম্প হচ্ছে। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপছে।

বেলুন। দেখ দিকি, দেখ দিকি। মাথার টবে যে তেকাটা মনসা আছে, নড়'ছে নাকি?

বায়ো। বোধ হচ্ছে কাঁপ্‌ছে—বোধ হচ্ছে নড়ছে!

বেলুন। তবে বোধ হচ্ছে অবশ্য ভূমিকম্প হচ্ছে।

বায়ো। ভূমিকম্প হলে কি হবে মাদার?

বেলুন। ভূমিকম্প হলে এইখানে আগ্নেয়গিরিও হতে পারে। পৃথিবীটা সাগর হয়েও যেতে পারে।

বায়ো। মাদার! মাদার! শুনেছিলুম বিদ্যাসাগর বলে এক-জন সাগর ছিলেন, আবার সাগর আছে? যদি সাগর হয়, তাহলে যেন প্রেমেরই সাগর, আমি প্রেমের সাগরে সাঁতার দোবো। মাই ডিয়ার মাদার! তোমার মাথায় টবে ঐ চারাটা কেন মা? ওটা কি কোন প্রেমের চারা টারা নাকি? তাই তুমি যত্ন করে টবে পুঁতেছ! মাদার! মাদার! আমায় একটী প্রেমের চারার কলম দাও। তুমি মাথায় পুঁতেছ আমি হৃদয়-ক্ষেত্রে পুঁতবো। লভার প্রত্যহ প্রেম-বারি সিঞ্চন করবেন। প্রেমের গাছ গজিয়ে উঠবে, প্রেমের শেকড় দৃঢ় হবে, প্রেমের ফুল হবে, প্রেমের ফল হবে, ফলে ফুলে কেমন বাহার হবে। মাদার!

বেলুন। ওঃ! তোমার পিতা সায়েন্সে এমএ! তোমার মাতা বিজ্ঞানে অজ্ঞান। তোমার মামার অ্যাসিটিলিন্ গ্যাসের জেনারেটার তৈরী করবার জন্য টীনের কারখানা তোমার

মাসীর সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসনের সামনে বৈজ্ঞানিক পানের দোকান, আর আমি তেকাটা মনসা মাথায় দিয়েছি কেন জানলা? বাজ্‌! বাজ্‌! বাজ্‌ মাথায় পড়বে না বলে দিয়েছি।

বায়োস্কোপ। মাই ডিয়ার মাদার বেলুন-বিহারিনী! তুমি আর্য্য রমণী, তোমার ধমনীতে দিবস যামিনী প্রবল বেগে উষ্ণ শোণিতানি প্রবাহিতানি হচ্ছে। তুমি সংসার ক্ষেত্রে শিক্ষিতা-রমণী—তুমি প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেম-পাগলিনী, তোমার হৃদয়ে পলে পলে প্রেমের তুফান উঠছে,আর তুমি প্রেমের ফ্যালাসী বোঝ না।

(সুরে) বজ্রাঘাতে কভু আমি ভয় নাহি করি রে!
বজ্রাঘাত হতে ভয় যারে ভালবাসি রে!
ও-মাদার! মাই ডিয়ার তেকাটা-ধারিণী রে,
বিষাদে চৌচির হিয়া যেন ভাজা খই রে।
অন্তরে আমার ফাটে আগ্নেয় গিরি রে,
কোথা লভার কোথা লভার কোথা লভার গেলি রে।

বেলুন। হে মাইডিয়ার বেলুন-বিহারিণীর কন্যে বায়স্কোপ, তোমার প্রাণে যে প্রেম-বন্যের প্রকোপ হয়ে, প্রেমের বাঁধ পর্য্যন্ত ভেঙ্গে উপছে পড়ছে এতে বেলুন-বিহারিণীর মুখ উজ্জ্বল হয়েছে! আবার তোমার জন্মদাতার মুখপর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।

বায়ো। মাইডিয়ার মাদার বেলুন-বিহারিণী! আমি জলহীন পুকুর দেখিতে পারি—প্যাসেঞ্জার হীন ট্রেন দেখতে পারি—ডিম-হীন ইলিস্‌-মাছ দেখতে পারি—কিন্তু প্রেম-হীন পৃথিবী দেখতে পারি না!

বেলুন। হে বেলুন-বিহারিণী-নন্দিনী-বায়স্কোপ-বিনোদিনী! তোমার লভার তোমার হবে! তবে আমার এই মাত্র অনুরোধ—লভট্‌া যেন বিজ্ঞান বলে চলে! লভট্‌া যেন মেসিনে চলে, লভটা যেন না মাথায় চড়ে। লভাটা যেন না উপছে পড়ে!

বায়ো। উপছে পড়া কাকে বলে মাদার?

বেলুন। ওভার্‌ ফ্লো! ডটার্‌—ওভার ফ্লো! অর্থাৎ উপছে পড়া!

বায়ো। না, না, না, মাদার ওভার্‌ ফ্লো হতে দোবোনা। কখনও ওভার ফ্লো হতে দোবোনা। মাদার! মাদার! এই দেখ! এইদেখ! প্রেমের প্রেমট্টমিটার দেখ? মেপে মেপে প্রেম দোবো! কখনো ওভার্‌ ফ্লো হতে দোবোনা। (বক্ষঃস্থল হইতে প্রেমের কম্পাস বাহির করিয়া) মাদার! মাদার! এই প্রেমের কম্পাস দেখ, প্রেমকে এপাশ ওপাশ হতে দোবোনা? মাদার! দেখতে পাচ্ছনা—দেখতে পাচ্ছনা দেখতে পাচ্ছ না! এই দেখ প্রেমের নিকৃতি দেখ ওজন করে প্রেম দোবো!

গীত।

ছটাক্‌ কাঁচ্চা নয় এ পিরীত থাকেনা আচলে বাঁধা।
একমনে কম দিইনা কারে দুমন হলে লাগে ধাঁধাঁ।
বেচিব নাকো টুকরো করে
টুকরো যে চাও পড় সরে।

খাদ মাটী নাই কামী সোণা নাও কসে তার
নাই কো বাধা।
দরকরে প্রেম কেনে যে জন সেজন হয়রে প্রেমের গাধা।

মাদার! মাদার! পাঁচ সেকেণ্ড হয়েগেল এখনো লভার এলোনা কেন? লভার কখন আসবে মাদার? লভার যে আমায় বৈজ্ঞানিক লভের লেকচার দেয় মাদার। লভার যে আমার বক্সিং এর লেকচার দেয় মাদার! আমি লভারের সঙ্গে পোর্ট-আর্থার দেখতে যাব মাদার; কখন লভার আসবে মাদার।

গীত।

মাদার হোয়েন এপ্লাই ফক্স মেট্ এ হেন্?
তখন, টু-বি-অর-নট্-টুবি, ছাট্ ইজদি কোশ্চেন?
মাদার্! লভার আমার নমিনেটিভ্ কেস্।
আমি যে তার কেস্ অব্ অ্যাড্রেস্।
যেন মৃনালিনী বোম্-কেশ বইছে বুকে প্রেমের ড্রেন,
হবে ডেরা ডুনে হনীমুন রিজার্ভ করবো মেলট্রেন!

[বেলুন-বিহারিণীর প্রস্থান।

(খেঁদী খান্‌সামার প্রবেশ)

খেঁদী। (স্বগত) বাক্‌সো দিদি, অমন উস্কো খুস্কো হয়ে মতিরায়ের দলের রাণীর মত বক্তৃতা দিচ্ছে কেন? গোপালে উড়ের দলের মালিনী সেজে নাচ গান কচ্ছে কেন? আমিও একটু গোবিন্দ অধিকারী সাজবো নাকি? বাক্‌সো দিদি কাল

থেকে পিটে দাড়ীপাল্লা বেঁধে দিয়েছে প্রাণটা দোল্লা খাচ্ছে। বাবাঃ কল্‌কেতার প্রেম একি গো!

বায়ো। খেঁদী! শোন-শোন্ আমি যখন বায়োস্কোপ-বিনোদিনী, মাদার যখন বেলুন-বিহারিণী! তোর তখন অবশ্য একটা "নী"যুক্তা রমণী হওয়া প্রয়োজন! তুই আজ্ থেকে বজ্রাঘাত-বিলাসিনী হলি।—রে বজ্রাঘাত-বিলাসিনী! তোর প্রেমের বজ্রাঘাত যার প্রাণে পড়বে তখনি তার প্রাণে ছট-ফটানি ধরবে।

খেঁদী। বজ্রাঘাত কি দিদিমণি?

বায়ো। বাজ্! বাজ্! যা লোকের মাথায় পড়ে বুকে পড়ে!

খেঁদী। ওঃ বা-বা-রে—বাক্‌সো দিদিরে! আমার বুকে বাজ পড়লে বাচবো কেনরে—এ এ—

বায়ো। সে বাজ নয়! সে বাজ নয়! প্রেমের বাজ! অর্থাৎ প্রেমের এমনি ঝাঁজ হবে, যেন বাজের মতন বোধ হবে।

খেঁদী। আমি বাজের ঝাঁজ সইতে পারবোনা ত। দেশে মিনসের ঝাঁজ সইতে না পেরে এই কল্‌কেতায় কাজ করতে এলুম। এখানেও আবার প্রেমের বাজ! দিদিমণি! আমাকে প্রেমের—ময়রাণী-স্যাকরাণী-ভূতনী-পেতনী-ডোমনী-বামনী, তাঁতিনী, নাপিতিনী, চাকরাণী, মেতরানী, মহারাণী করে দাও, কিন্তু বজ্রাঘাত বিলাসিনী করে দিওনা।

বায়ো। রে পাড়াগেঁয়েনী; মোষ্টাসিও-বিহিনী; মেড্‌সারভেন্টিনী বজ্রাঘাত বিলাসিনী; তোমার প্রাণে যখন এত "নী" রয়েছে! তখন তুমি নিশ্চয় প্রেমাধিনী!

খেঁদী। বাক্‌সো দিদিমণি! সেই কড় কড়ে বাজ! সেই লাল

ফালপানা বাজ্‌ যখন বুকে এসে ধড়াম্ করে পড়বে তখন বুকটা ছিঁড়েও যাবে বুকটা পুড়েও যাবে প্রাণটা উড়েও যাবে।

বায়ো। সে বজ্রাঘাত নয়! প্রেমের বজ্রাঘাত, প্রেমের বজ্রাঘাত, প্রেমের বজ্রাঘাত সে অতি নরম, কিন্তু ভয়ানক গরম।

খেঁদি। দিদিমণি নরম গরমের কথা শুনে প্রাণ ছম্‌ছম্‌ করছে। আমি নরম গরম সইতে পারবোনা, সর্দ্দি গরমী হয়ে দমছুটে গম্‌ খেয়ে মারা যাব। দিদিমণি! বজ্রাঘাত থেকে আমাকে তফাৎ করে দাও! আমায় ছেড়ে দাও, আমি একাজে নাকে খৎ দিয়ে চলে যাই। (পলাইতে উদ্যত) ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!

বায়ো। না, না, না, কখনো ছাড়বোনা কখনো ছাড়বোনা, পালাতে দোবোনা। ভয় করোনা। প্রেমের বাজ্‌ ভেরি সুইট্‌! খুব মিষ্টি।

খেঁদী। ওরে আমার দেশের সে রে—তুই কোথা গেলি রে! ও রে! আমাকে ইটে মেরে মেরে লেবেরে। তুই ভূত হয়ে এসে ইট কেড়ে নিবি আয়রে। (পলাইতে উদ্যত) বাক্‌স দিদি! বাজ যদি মিষ্টি হয় তবে তুমি বাজের বড়া করে খাও, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বাজ খেতেও পারবো না, বুকে পেতে নিতেও পারবো না।

বায়ো। রে বজ্রাঘাত-বিলাসিনী! তোর প্রাণে যখন প্রেমের বজ্রাঘাতের ঘাত প্রতিঘাত হবে, তখন বাজীমাৎ করে ছাড়বি।

খেঁদী। বাক্‌স দিদি, পান্তাভাত খাওয়া প্রাণে কি প্রেমের বজ্রাঘাত সইতে পারি? (পলাইতে উদ্যত)

বায়ো। আয় আয় তোর প্রাণে প্রেমের বান্ ডেকেছে, আয় তোর প্রাণে প্রেমের ভাণ্ডার হয়েছে—আয়, তোর কোমরে প্রেমের কাটারী বেঁধে দি আয়।

খেঁদী। ওঃ বাবা! গলায় প্রেমের দাঁড়ীপাল্লা, বুকে প্রেমের বাজ, কোমরে কাটারী, দিদিমণি তোমার চাকরী ঝকমারী। তোমার চারি পায়ে দণ্ডবৎ করি। আর এই কলকেতার প্রেমের পায়ে গড় করি। আমায় ছেড়ে দাও আমি এ প্রেমের দেশ থেকে এক দম্ পাড়ি মারি।

বায়ো। রে দাসী-কুল-দুকুল-ফরসা-কারিণী! ঝি-কুল-ঝাঁকড়দ মাকড়দ-নিবাসিনী! রে চাকরাণি চাতকিনী! চাকর রাজ্যের রাণী! মেড্‌-সার ভেণ্ট ক্লাস-মণ্টে-ক্রষ্টো গোলাপিনী—তোর প্রাণে দেখছি আনকোরা প্রেমের আমদানী—প্রেমের খুব ছটফটানি, প্রেমের খুব নাচনী বাঁদুনি, দেখি দেখি তোর প্রেমের প্রাণে প্রেমটু মিটার দিয়ে দেখি আয়!

খেঁদী। দিদিমণি, আমার কি শুভদিন। বুকে প্রেমের বাজ, কোমরে প্রেমের কাটারী, পিঠে প্রেমের পাল্লা। প্রেমের জ্বালায় যে ঝালাপালা হয়ে মলুম। প্রেমের পাল্লা ঝুলছে, নড়ছে, আহা, যেন প্রেমের তবলা বাজছে, আমার পুরুষ সাজতে ইচ্ছা করেছ, বাক্‌সো দিদি, ঐ দেখ্‌ ঐ দেখ্‌ প্রেমের বাজ আস্‌ছে!

মাষ্টার হিষ্টিরিয়া হোড়ের প্রবেশ।

বায়ো। আপনি আমার লভাব ও ডাক্তার। আপনি অতি

কঠোর ও নিঠুর ! নারী-জাতিকে কষ্ট দেবার জন্যই বোধ হয় পুরুষ জাতির সৃষ্টি। এই দেখুন একটী "পল্লীচিত্র" দেখুন ! এই অবলা প্রেমবিহ্বলা, প্রেমের ষোলকলায় এ অবলা ঝালাপালা। তাই এর পৃষ্ঠে প্রেমের দাঁড়ীপাল্লা, কোমরে প্রেমের কাটারি দিয়ে এখানে দণ্ডায়মতী রেখেছি। এখন এর সুচিকিৎসার প্রয়োজন।

হি-হো। বায়ো ! বায়ো ! ভগবানকে ভাবতে ভুল হয়, কিন্তু তোমায় ভাবতে ভুল হয় না। আমার হৃদয় লোহার কড়াই অপেক্ষা কঠিন। আমি অধম, অরসিক, অপ্রেমিক, আমি আপনার নিকট উৎকট—সন্নিকট—অপরাধী।

বায়ো। লভার একটা কথা বলবো ? জেলাসী কাকে বলে লভার ?

হি হো। লভ্‌লি বায়ো ! জেলাসী, জেলাসী ? জেলাসী আর কিছু নয় এই ভালবাসার একটা আঁকুশী মাত্র।

বায়ো। লভার তুমি আমায় ভালবাস ?

হি-হো। হে প্রেমের প্রাণিবৃত্তান্তে,ভালবাসার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ান্তে ! আমার ভালবাসার পিপাসা দেখে বুঝতে পাচ্চ না।

খেঁদী। কবরেজ মশাই আমার জল পিপাসায় প্রাণ যায়।

(শ্রীমতী চ্যবনপ্রাশ পাঁড়ে ডাকপিয়নের প্রবেশ)

চ্যবন। মিস্‌ বায়োস্কোপের এই বাড়ী ?

বায়ো। হাঁ ; তুমি বোধ হয় নূতন পিয়ন ?

পিয়। আজ্ঞে এবার এলে ফেল্‌ হয়ে, পরশু বাহাল হয়েছি। এই চিঠি নিন।

[প্রস্থান

বায়ো। মাইডিয়ার লভার পত্রখানি পড়ুন তো।

হি-হো। (পত্র পড়িয়া) আপনার একজন প্রিয়বন্ধু ছিলেন তিনি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেছেন।

বায়ো। গঙ্গাটা তবে তাঁর হয়েছে? ইচ্ছে হলে ষ্টীমার, নৌকো, বজরা করে বেড়াতে পারবো?

হি-হো। না—না—তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেছেন।

বায়ো। মানব-লীলা কি? লভার?

হি-হো। তিনি মরেচেন।

বায়ো! কৈ আমাকে তিনি বলেন নি, একখানা পত্র লিখেও মরতে পারতেন।

হি-হো। সাধু পুরুষ স্বর্গে গিয়েছেন, না হয় ফিরে এসে আপনাকে বলে যাবেন।

বায়ো। লভার, আজকাল স্বর্গে নাকি রেল হয়েছে, ট্রাম, বাইসিকেল, জাহাজ, মটর, গরুর গাড়ী পর্য্যন্ত যাচ্ছে। সেখানে নাকি অনেক রকম ফ্যান্সী ফ্যান্সী জিনিস পাওয়া যায়। মাইডিয়ার লভার, তুমি না হয় এক সপ্তাহের রিটার্ণ টিকিট কিনে যাওনা। আমার জন্যে কিছু ছোট ছোট তারা এনো, গলার মালা করবো। খানিকটা চাঁদ কেটে এনো, বেণীতে ঝুলিয়ে দোবো। একটুকরো বিদ্যুৎ এনো, বডী করবো। ভাল মেঘ গজকতক এনো, একখানা শাড়ী করবো। আর একশিশি চাঁদের আলো এনো, একটু একটু মুখে মাখবো। আর বঙ্কিম বাবুর যদি কোন নভেল বেরিয়ে থাকে, এনো। এখনকার থিয়েটার গুলো একটা অবধি আইন হওয়াতে বই বই করে

পাগল হয়েছে। কেউ গাজিমিঞা, মকদুম-আহামদ্‌ প্রে করছে।

হি-হো। তবে যাই।

বায়ো। না—না—না (রুমাল দিয়া কাঁদা)

খেঁদী। (স্বগতঃ) বাক্‌সো দিদি চোখে নেকড়া দিয়েছে। কবরেজ মশাই চোখে চশমা দিয়ে কানা হয়ে রয়েছে। আর আমাকে যে মাখন চোরের মত বেঁধে রেখেছে। তা না হলে এখনি চম্পট দিতুম।

হি-হো। বায়ো! তুমি ফোঁস ফোঁস করছো কেন? হে প্রকৃত-প্রেমের-পবিত্র প্রলয়-পয়োধি প্যাসিফিক-ওসন! তোমার চক্ষু-প্রস্রবণ হইতে মুক্তা-ফলনিভ-বারিধারা ঝরঝর করিয়া বক্ষঃস্থলে ঝরণাবৎ পতিত হইয়া চূর্ণীত বিচুর্ণীত হই-তেছে দেখিয়া আমার ভাল বাসার উত্তম আশা অন্তরীপ স্ফীত হইতেছে। আপনার অশ্রু জল আমি কোনও মতেই সহ্য করতে পারিতেছি না। আপনি ঝটাৎ রুমাল খুলিয়া ফেলুন। আপনার সেই বীণা-বিনিন্দিত-মধুরকণ্ঠে একবার হোড় সার হোড় সার বলিয়া ডাকুন! আমার প্রাণের যোড় আল্‌গা হইয়া যাউক, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আহ্লাদে নাচিয়া উঠুক।

বায়ো। হে ধন-জন-যৌবন-সর্ব্বস্বত্যাগী, হে প্রেম অনুরাগরাগী-প্রেম বৈরাগী! আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমার স্থলপদ্মবৎ বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, এই কথার গূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার আমার ধীশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, নির্ব্বাচনশক্তি, গবেষণাশক্তি, সমালোচনাশক্তি কামনাশক্তি

এমন কি, কোন শক্তিই আমার জন্মায় নাই। আপনি আমার চিকিৎসাদাতা, আপনি আমার উপদেশদাতা! তাই আপনার নিকট একটা কথা বলিতেছি।

হি-হো। বল, বল, হে পদ্মপলাশ লোচনী, হে আঁখি ছলছল অশ্রু ঢল-ঢল-বিধায়িনী! আপনার কথার আভাসে এ দাসের তৃণ শূন্য বিশুষ্ক উত্তপ্ত মরুময় প্রাণে যে স্বচ্ছ সলিলের ফোয়ারা উঠিল, হে গভীর-গুণবতী! আমার যতদূর শক্তি আমি ইসফের উপদেশ ছলে তোমাকে উত্তর দিব। বল—বল—বল।

বায়ো। হে প্রেমিক হিষ্টিরিয়া হোড়-মশাই, তবে বলি। দেখুন বিজাতীয় কুশিক্ষায়, বিজাতীয় কুদীক্ষায়, আমাদের সামাজিক, আমাদের পারিবারিক, আমাদের সমাজ বন্ধন, আমাদের ধর্ম্ম বন্ধন প্রভৃতি সকল বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দুজাতীর সংসারাশ্রম জগতের আদর্শ পুণ্যক্ষেত্র ছিল। আজ সমাজের অত্যাচারে, সমাজের অনাচারে সেই আদর্শ পুণ্যক্ষেত্র এখন নরকতুল্য হইয়াছে। সমাজ ধ্বংসে মানবধ্বংস, সমাজধ্বংসে সমস্ত দেশের ধ্বংস হয়। এখন আগে আমাদের সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। লভার. আর আমরা বিজাতীয় শিক্ষায় ভুলিব না. আর আমরা বিজাতীয় দীক্ষায় মজিব না। আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিব। আপাততঃ ম্যারেজ এক্সপেন্‌স বয়কট সভা করিব, যাতে কুমারীগণের বিনাপণে বিবাহ হয় তার উপায় করিব, আপনাকে আমাদের সাহায্য করিতে হইবে, সমাজের দ্বারে দ্বারে যাইয়া হাতে পায়ে ধরিতে হইবে। এইমাত্র ভিক্ষা।

হি-হো। লভ্‌লী বায়ো! ম্যারেজ বয়কট সভায় আমি এমন দুর্দ্দান্ত,জলন্ত, বিয়োগান্ত বক্তৃতা করিব যে সমগ্র হিন্দু সমাজ নীরব নীথর হইয়া থাকিবে, ভয়ে ভীত, চকিত, স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে। আর তোমায় যখন ভালবাসি, তুমি আমায় যখন তোমার ভালবাসার একপাশে বন্দী করে রেখেছ, তখন তুমি যা বলবে তাই করব।

উভয়ের গীত।

বয়ো—

সখা, হান্‌বো আঁখিবাণ্‌, আর আঁখি ছাড়া করবোনা,
রাখ্‌বো হৃদ-মাঝারে বন্দী করে দেখি বন্দী হও কি না?

হি-হো—

বায়ো, ফন্দী করে বন্দী কর সন্দো কর না। (আমায়)

বায়ো—

ডিভার, তুমি আমার প্রেমের আধার,
তোমা বই আর জানি না।

হি-হো—

বায়ো, আছে প্রেমের লাঞ্ছনা, প্রেমের কলঙ্ক রটনা।

বায়ো—

প্রেম হলে পরে দুজনায়, মান অপমান থাকে না।

হি-হো—

চল যাই প্রেমে ভেসে।

বায়ো—

চল যাই প্রেমের দেশে।

উভয়ে—

প্রেম শুক্‌নো প্রাণে ডাকায় বান্‌ জুয়ার ভাঁটা মানে না।
প্রেমিক যে জন মজে সে জন
মজলে প্রেমের বিঘ থাকে না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম মজ্‌লিস্‌।

—0—

বেলুনবিহারিনীর কর্টেজের সম্মুখের রাস্তা।

শ্রীমতী ছোট বুড়ী ও শ্রীমতী বড় বুড়ী।

গীত।

বলবো মাকে স্কুলে আর যাবনা।
সেজে গুজে বিবি সেজে পটের ছবি হব না!
পূজবো সাঁজ সেঁজুতি পুণ্নি পুকুর।
ঘোম্‌টা দেবো পরব সিন্দূর।
পরব সাড়ী, ধরব হাঁড়ী, হব হেঁসেল-সালে অন্নপূর্ণা।
মা বলেছে পয়সা নইলে বিয়ে হবে না।
জমিয়েছি জলপানীর পয়সা তাতে কি হবে না?
বিয়ে হলে বউটী হলে পরব কত সোণাদানা।
হলে ছেলে মেয়ে বিয়ে দিয়ে পয়সা নেবনা।
(ছেলের বিয়েয়)

ষষ্ঠ মজ্‌লিস্‌।

—o—

পুষ্করিণীর তীরবর্ত্তী রাস্তা।

রস-গোল্লা স্যাকরাণী গীত।

হায় হায় হায় হায়!
আমার লজ্জা করে সজ্জা করে বার হতে রাস্তায়;
ছোক্‌রা গুলো স্যাক্‌রা করে আবার স্যাক্‌রা হতে চায়।
ঠান্‌দি বলে কত ছোঁড়া,
বাক্সো দেখ্‌লে দেয় গো নাড়া (আমার এই);
আবার ঘাটের মড়া মিন্‌সেগুলো কেশে কেশে মরে যায়।

মাইক্রসকোপের প্রবেশ।

মাইক্রস্‌। বলি মশাই ভাল আছেন তো? বলি মশাই ভাল আছেন তো? (স্বগতঃ) রূপখানার চট্‌কে বাইযে, আমি আরযে প্রাণটাকে বুকের ফাটকে আটক রাখ্‌তে পাচ্ছিনে! এ বিধবাকে বিবাহ না করে ছাড়্‌চিনে। (প্রকাশ্যে) মশাই ভাল আছেন তো? মশাই ভাল আছেন তো?

রস। (স্বগতঃ) আ-মলো এ বহুরূপী নাকি? হোক, একটু চুপ করে দেখি।

মাইক্রস। বলি মশাই ভাল আছেন তো? (স্বগতঃ) আহা হাঃ। কি গালভরা হাসি, মরি মরি কি দাঁত ভরা মিশি, প্রাণটা ভাল বাসি বাসি করে উটলো যে! Grand! Grand!

Very grand attraction যেন Bar-maid of Hall of all Nations ! (প্রকাশ্যে) বলি মশাই ভাল আছেন তো ?

রস। আজ্ঞে আছি, আপনি অতটুকু স্নেহ করে জিজ্ঞাসা না করলেই বাচি ! (স্বগতঃ) সহরে সঙের অভাব নাই ! এ সঙ নাকি ? (প্রকাশ্যে) দেখুন আমি তো যা হয় এক রকম ভাল মন্দ রকমে আছি—তবে আপনার পরিচয়টা পেলেই বাচি। আপনি কি এইরূপ সেজেছেন ? না নকলদানা বেচতে এসেছেন ?

মাইক্রস। (গোঁপে তা দিয়া, মুখভঙ্গি দ্বারা নানারূপ ইসারা করিয়া) বলি মশাই ভাল আছেন তো ? বলি মশাই ভাল আছেন তো ?

রস। আজ্ঞে মশাই আছি গো আছি, তা—তা—

মাইক্রস্‌। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মশাই ভাল আছেন তো ?

রস। ওগো মশাই ! আপনার পায়ে পড়ি, আমি ভাল না থাকলেও ভাল আছি তো।

মাইক্রস। (হাসিতে হাসিতে) বলি মশাই ! ভাল আছেন তো ?

রস। (স্বগতঃ) সং না ঢং ? (প্রকাশ্যে) ওগো মশাই আমি ভালর ওপর ভাল আছি—তার ওপর, তার ওপর, ভাল আছি ! আপনার মনের কথা খুললেই যে বাচি। আপনি কি থিয়েটারের দলে থাকেন ?

মাইক্রস। (স্বগতঃ) বিধবাটী মন্দ নয়,"কামিনী-কাঞ্চন" ! ভাগ্‌গি মানের বোঝা ভগবানেবয় ! চোর চায় ভাঙ্গাবেড়া। "নাতনী তুই যেমন সুরূপা—তোর বর মিলেছে ন্যাংটা খেপা" (হাসিতে হাসিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, নাচিতে নাচিতে হাত

তালি দিতে দিতে, গাইতে গাইতে) বলি মশাই! ভাল আছেন তো? বলি মশাই ভাল আছেন তো? বলি মশাই ভাল আছেন তো?

(প্রেমে দশা-প্রাপ্তি ও পতন)

টেলিস্‌কোপের প্রবেশ।

টেলিস্‌। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া) মহাশয়ের নাম? মশাইয়ের ধাম?

রস। (স্বগতঃ) একজন তো মশাই ভাল আছেন তো—মশাই ভাল আছেন তো বলে কুঁপোকাৎ! আবার একজন মশাইয়ের নাম--মশাইয়ের ধাম—বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম! এদের দুজনের প্রেমের ঘাত প্রতিঘাতে আমাকে মহা উৎপাতে পড়তে হলো দেখছি! (প্রকাশ্যে) মশাই! আর আমার নাম ধামে আপনার প্রয়োজন নাই। অনুগ্রহ করে এখান থেকে শুভাগমন করলেই বেঁচে যাই।

মাইক্রস। (স্বগতঃ) শালা টেলিস্‌কোপ যখন হানা দিয়েছে, তখন মাইক্রস্‌কোপের আর কোন হোপ্‌ নেই।

টেলিস্‌। আজ্ঞে মশাইয়ের নাম? মশাইয়ের ধাম?

রস। (স্বগতঃ) এই মনোহর মূর্ত্তিকে বেশ করে কেউ এসে দুঘা দুম্‌দাম্‌ গুম্‌গাম্‌ দেয় তো নাম ধাম জিজ্ঞাসা করা বেরিয়ে যায়! (প্রকাশ্যে) ওগো মশাই আমার নামও নাই, ধামও নাই। আমার প্রতি বাম হলেই আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

মাইক্রস। (স্বগতঃ) আমারও ঘাড় থেকে তা হলে ভূত ছাড়ে। আহা বিধবাটীকে সধবা করতে পারলে কিছু রেস্তও হাতে

এসে পড়ে। আহা "কামিনী ও কাঞ্চন" ; কি মধুর বচন !

টেলিস্‌। আহা-হা, মশাইয়ের নাম ? মশাইয়ের ধাম ?

রস। আমার নাম রসগোল্লা, আমার ধাম বাগবাজার মহল্লা।

টেলিস্‌। উঃ হুঃ হুঃ আপনার নাম রসগোল্লা ! আঃ হাঃ ! আপনার নাম রসগোল্লা ! রসগোল্লা ! রসগোল্লা ! আহা কি সুন্দর নাম, এই নাম শুনলে আমি কেঁদে ফেলি (ভেউ ভেউ করিয়া ক্রন্দন) ; এই নাম শুনলে আমি হেসে ফেলি (হোঃ হোঃ হোঃ করিয়া হাস্য) ; কৈ আমার বাবার শ্রাদ্ধে তো এমন রসগোল্লা দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন হয় নি ?

মাইক্রস। (স্বগতঃ) শালা হাসলে, কাঁদলে, বাবার শ্রাদ্ধ করলে, খাওয়ালে রসগোল্লা, আর আমি এইখানে পড়ে পড়ে খাচ্ছি তোবা তাল্লা।

টেলিস। আপনার এ বাক্সেও কি এক বাক্স রসগোল্লা ! আহা রসগোল্লা নাম। রসগোল্লা ধাম। আহা রসগোল্লা বাক্স খুলে একটা দেখাবে কি ?

রস। আর বাক্স খুলে দেখাতে হবে না। এতে আছে পয়না।

মাইক্রস। আহা "কামিনী ও কাঞ্চন" ! টেলিস্‌কোপ কতক্ষণে করবে গমন। আমি যে পাচ্ছিনা করে থাকতে শয়ন, প্রাণটা যে কচ্ছে নাচন কোঁদন। আহা হাঃ "কামিনী ও কাঞ্চন।" স্বদেশী স্যাকরাণী ! স্বদেশী স্যাকরাণী ! ভালবাসা আমার প্রাণের ভেতর নাচন কাঁদন কোচ্ছে। ভালবাসতে যাবো !

রস। (টেলিস্‌কোপের প্রতি) নাম ধাম মশায় ! হয় তিরোভাব হউন, না হয় ঐ চড়ক গাছের পাশে আশ্রয় গ্রহণ করুন।

টেলিস্‌। ওঃ বাবা! এ শালা যে মাইক্রস্‌কোপ, শালা মরেছে না বেচে আছে ?

রস। আপনারা দুজনেই মরেছেন।

টেলিস্‌। স্যাকরাণী দেখছি ভালবাসার কল, যে আসে সেই ভালবাসার কলে পড়ে। (টেলিস্‌কোপের শয়ন)

(অক্কাচাঁদের প্রবেশ)

রস। বলি তুই আবার কি করতে এলি ?

অক্কা। এই তোকে ভালবাস্‌তে এলুম।

রস। না আমায় ভালবাস্‌তে হবে না, আমি তোরে চাই না।

অক্কা। তাকি হয় উন্নুনমুখী (থুড়ি) রসাল রসগোল্লা! আমি ভালবাস্‌বই বাস্‌ব। এক বৎসর ধরে তোমার পেছুন পেছুন ঘুরছি আর না ভালবেসে থাক্‌তে পাচ্ছি না!

রস। ভালবাসার চাবুক লাগাব।

অক্কা! খাব।

রস। তোমারে যমের দক্ষিণ দুয়োরে পাঠাব।

অক্কা। যমের না প্রেমের ? তবু তোমায় ভাল বাস্‌বই বাস্‌ব!

উভয়ের গীত।

রস। যে ভালবেসেছে আমায়—

ওরে সেই ভালতে ভাল আছি।

কাঁঠালের আঠায় পড়ে জড়ায় যেমন মাছি।

অক্কা। সখি ও তোর উচ্ছে চেরা—

আঁখি হেরে সরসে ফুল দেখি।

বেলুন। জান্‌তা নেই হোঁ হমকো। রাগ হলে বাংলা সহজ্‌মে আস্‌তা হ্যায় নেই, হোঁরে বেটী।

খেঁদী। দিদি মহারাজ! হোঁ-গোঁ-ভোঁ করলে আমার প্রাণ যে হোঁ-ভোঁ-ভোঁ করে ওঠে। আমি যে এখন বেটী নই হোঁ। আপাততঃ যে বেটা হোঁ।

আহা! আমি ছিলুম মাগী হলুম মিন্‌সে,
কল্‌কাতায় এসে।
দেশে গিয়ে কর্‌বো পিরিত ঢেঁসকেলে বসে (ওগো)
হেসে হেসে মরবে সব মিন্‌সে।

বেলুন। চোপরাঁও বেটী, হাম্‌রা সাত্ত সঙ্গীত হোঁ।

খেঁদী। খুব মজার চাকরী পেয়েছি। সেই যে মহাভারতে কথা আছে। "দিনেতে অশ্বিনী হতো, রেতেতে কামিনী" আমারও তাই। দিনের বেলায় শ্রীসেখ খেঁদী খানসামা হোঁ। রাতে শ্রীমতী খেঁদি মণি দাসী হোঁ। যাই বিবির পোষা বাবু ধরে আনি-ভোঁ-ভোঁ।

আহা পোষাকের ছিল কি বাহার।
আমি খেঁদী খেঁদা লেগেছে ধাঁধাঁ
সেজেছি হোঁ জমাদার।

[মাইক্রস্ কোপের প্রবেশ।]

বেলুন। হু আর ইউ? (Who are you?)

মাই। আজ্ঞে আমি আপনার ইংরাজীতে (Husband): এইচ্, প্লাস, ইউ,প্লাস্, এস্, প্লাস্ বি,প্লাস এ, প্লাস্, এন, প্লাস্

ডি। বাঙ্গালায় স্বামী, সংস্কৃতে ভর্ত্তা, আর হিন্দুমতে কর্ত্তা।

বেলুন। তুমি কর্ত্তা?

মাই। (মুখ ভঙ্গি করিয়া) ভর্ত্তাই হই, আর কর্ত্তাই হই, এসেছি; কি জান? পৃথিবী গোলাকার, প্রেমও গোলাকার। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ যেমন কিঞ্চিৎ চাপা, প্রেমেরও উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা, পৃথিবীর যে স্থান হইতে যাত্রা কর, ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ হোক্‌, কাল হোক্‌, শত বৎসরে হোক্‌ সহস্র বৎসরে হোক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই স্থানেই পুনরায় আসিতেই হইবে। প্রেমের ও তেমনি, পুর্ব্ব রাগে, পশ্চিম রাগে, উত্তর রাগে, দক্ষিণ রাগে,রাগে গর গরে হয়ে গেলেও ভাঁটার মত গড়িয়ে যেখানকার জিনিস্‌ আবার সেই খানেই আসতে হইবে।

বেলুন। তুমি (Shameless) সেম্‌লেস্‌, তাই আবার এসেছ।

খেঁদী। হাঁ দিদিবাবু মহারাজ! তুমি সাম্‌লেছ। দাদাবাবুও সাম্‌লেছ। আমিও সাম্‌লিছি।

মাইক্রস্‌। আমি সেম্‌লেস্‌, তাই আবার এসেছি।

বেলুন। এসেছ, মাথা কিনেছ—এখানে বসো।

মাইক্রস্‌। (চেয়ার দেখাইয়া) কেন, ওখানে একটু স্থান হবে না?

বেলুন। না, ও চেয়ার আপনার পিতার Dowry ডাওয়ারী দেওয়া নয় যে ও চেয়ারে আপনি বোস্‌বেন? ও আমার (Paternal property) পেটার্ণাল প্রপার্টি।

মাইক্রস। আপনিও তো আমার Paternal property অর্থাৎ পিতার প্রদত্ত সম্পত্তি। আপনাতে যদি আমার

স্বত্ব থাকে, তবে আপনার সম্পত্তিতে আমার স্বত্ব থাকবে না কেন?

বেলুন। কোন সচল পদার্থ যেমন সম্পত্তির মধ্যে নহে, অর্থাৎ গরু, গাধা, বানর, তোমরাও তেমনি গরু, গাধা, বাঁদরের মধ্যে। ওরে আইন বাজ্‌রে, ওরে আমার মজুরে! ওরে আমার হাইকোর্টের কৌস্তুভ কৌনসুলিরে। খেঁডী! খেঁডী! Kick out! kick out!! kick out!!!

খেঁদী। কি আওটাবো গো? আবার আওটাব কি? দুধ কৈ যে আওটাবো?

বেলুন। দুধ নয়, দুধ নয়! তোর দাদা বাবুকে Kick out!

খেঁদী। চড়কগাছ কড়ায় ধরবে কেন?

মাইক্রস। হে বিজ্ঞান-বিনোদিনী! বেলুন-বিহারিণী! হে ললিত-লবঙ্গ-লতা-লীলা-বল্লভ ধ্বজা-ধারিণী! হে কামিনী-যামিনী ফুল্ল-ফুল-কুমুদিনী-বিরহিণী! হে রসিকতার ক্ষিত্যপতেজ-মরুৎব্যোম্! হে রসিকতার শব্দকল্পদ্রুম! তোমার রসিকতায় ঢুম্ ঢুম্ দণ্ডবৎ!

বেলুন। তোমাকে না ষ্ট্রাইক সভার ঘোষণার ভার দেওয়া হয়েছিল? তুমি তার কি করেছ? মনে মনে বুঝতে পেরে মুচকে মেরে পালিয়ে গেছ। তোমার স্ত্রীর আজ্ঞা পালন করনি, আজ্ঞা পালন না করা অপরাধে তোমার সাজা হতে পারে। তুমি কাণ ধরে একপায়ে ঐখানে দাড়িয়ে থাক। দেখ আমরা কি করতে পারি; চোখ বুজেই হোক আর চোখ চেয়েই হোক দেখ?

(মাইক্রস্‌কোপ নিজের কান ধরিয়া একপায়ে দণ্ডায়মান)

খেঁদী। বিবি বাবু! সাহেব বাবু ওমন প্যাকম ধরে দাড়ালেন কেন?

(টেলিস্‌-কোপের প্রবেশ।)

টেলিস। (স্বগতঃ) বাজারে মেছুনি, ডোম্‌নি বিধবাদের ধরতে গিয়ে তো বেশ উত্তম মধ্যম "ধনঞ্জয়" আহার করে এলুম। গঙ্গার ধারে বিধবা ঝি গুলোকে ধরতে গিয়ে তারা ও তো হাড়গোড় ভাঙ্গা "দ" করে ছেড়ে দিলে। আহা ন্যাকরাণী ও সেই "কামিনী-কাঞ্চন" মণিকে অক্কাচাঁদ ফক্কা করে দিলে। বাবুজীর তো খুব বাহার দেখছি! (প্রকাশ্যে) বাবুজী! বাবুজী! আপনি কি সেজেছেন বাবুজী? আমার প্রাণটা সাজবো সাজবো হয়ে আসছে।

বেলুন। তুমিও তোমার বাবুজীর অপরাধে অপরাধী, তুমি নাড়ু-গোপাল হয়ে বসো। (নাড়ুগোপাল হওন।)

টেলিস্‌। ব্রজের গোপাল ছিল, রাম গোপাল ছিল, গোপালে উড়ে ছিল; আমাকে আজ "লাড়ু গোপাল" হতে হলো। লাড়ু গোপাল তো হলুম, লাড়ু দাও বাবা!

খেঁদী। লাড়ু খাবে? এই বরফী নাও (হাতে একখানি ইট্‌ দেওন)।

(গান গাইতে গাইতে পোলো, ডম্বল, চুচুকাটি, হাডু ডু ডু, প্রভৃতি ভলেণ্টিয়ার বেশে প্রবেশ।)

(গীত)

আমরা সখি পাড়ার সখের সখি সেজেছি সব ভলেণ্টিয়ার;
সেজেছি সব ভলেণ্টিয়ার, ভলেণ্টিয়ার ভলেণ্টিয়ার;

করবো সখার দলকে ডোণ্টোকেয়ার ডোণ্টোকেয়ার !
এবার কঙ্গ-রসে রঙ্গ-রসে আমরা হবো স্পীকার।

হেড-ভঃ। সখা বলে সখার বলে সখিদের ভিরকুটী।
সকলে। সখি বলে এই দেখনা হাতে রেগুলেসন-লাটী,
হতে হবে দাঁত-কপাটী। (ভেঙ্গে দোবো মাথাটী) !
হেড-ভঃ। সখা বলে আমরা সবে দেশের হিতকারী।
সকলে। সখি বলে থাক্ থাক্ বাচাও নাক, বেঁধেছি কোমরে কাটারী,
এই দেখনা কোমরে কাটারী, কোমরে কাটারী।
হেড-ভঃ। সখা বলে সখার বলে সখিদের সব মান।
সকলে। সখি বলে সে যে ছাই চাপ মান-কুটকুটে মান।
হেড ভঃ। সখা বলে আমরা সবে বি এ. এমে পাশ।
সকলে। সখি বলে ঐ পাশেতে হলো সর্ব্বনাশ ;
ঐ পাশেতে হলো সর্ব্বনাশ !
হেড-ভঃ। সখা বলে দেখ মোরা কেমন হুমদো হুমদো চাক্‌রে।
সকলে। সখি বলে সমান দেখে চাকরে কুকুরে
ওগো চাকরে কুকুরে।
হেড-ভঃ। সখা বলে বে না করলে থাকতে তোমরা থুবড়ী।
সকলে। সখি বলে ঐ গুমরে গলায় দিতে হবে দড়ী !
আমরা দেবো কড়ি কিনতে দড়ী—গলায় দিতে দড়ী।

বেলুন। কন্যাগণ যাঁরা বয়কট-সভার বিপক্ষ তাদের সাজা দেখ। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। বল সবে ম্যারেজ-এক্সপেনস্-বয়কট সভার জয় !

সকলে। জয় ! ম্যারেজ-এক্সপেনস-বয়কট-সভার জয় !

(হিষ্টিরিয়া হোড়ের প্রবেশ।)

হি-হো। ম্যা-ম্যা-ম্যাডাম বেলুন বিহারিণী, আমি আমার লভ্‌লী বায়োর কাছে প্রমিস করেছিলুম, প্রমিস্‌ রাখতে এলুম। আমিও প্রাণপণে ম্যারেজ এক্সপেন্স-বয়কট সভার সাহায্য করব !

বেলুন। বায়ো ! বায়ো ! বায়ো ! মিষ্টার হোড় মাষ্টার এসেছে। বয়কট-সভার ভলেণ্টিয়ারগণ এসেছে। তুমি এসো।

(বায়োস্কোপের প্রবেশ।)

বায়ো। মাদার ! মাদার ! মাদার ! কোথা, কোথা, কোথা ! হোড়সার কোথা ? হোড়সার, হোড়সার ! এসেছেন, এসেছেন, এসেছেন ! চলুন চলুন, সভার দ্বারদেশে দাড়িয়ে বালিকাগণকে, মহিলাগণকে সাদর সম্ভাষণ করবেন চলুন !

পোলো। ভগ্নিগণ ! আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ নয়। আর আমাদের নিদ্রায় অভিভূত থাকা উচিৎ নয়। সমাজ-নৈতিক গগন যে ভয়ঙ্করী উচ্ছৃঙ্খল ঘন ঘটায় সমাচ্ছন্ন হয়েছে—তাহা ভাবিলে এই অবলা-সরলা-বঙ্গীয়-কুলবালাগণের হৃদয় ফাটিয়া যায়। ঐ দেখ ঘোরা বিকট-দশনা লক্‌লক্‌ রসনা। সামাজিক-আমানিশা কন্যাদায়-রাক্ষসী যেন কুমারীগণকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। বিবাহ-ব্যায় রূপিণী-ডাকিনীর উষ্ণ-নিশ্বাসের প্রবল-বায়ু বোঁ বোঁ শব্দে বহিতেছে। ঝঞ্ঝা-বাতের ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দে কাণ ঝালাপালা হইতেছে। যে দিকে চাই আঁধার, আঁধার, আঁধার, আরো আঁধার। চল,

ধর্ম্মঘট-সভায় ও ম্যারেজ-এক্সপেনস বয়কট-সভায় চল। পিকেটীং করিগে চল।

"সখি পাড়ার সখের সখি সেজেছে সব ভলেণ্টিয়ার"

[সকলের গান গাইতে গাইতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় মজ্‌লিস্‌।

—*—

পেলারাম দত্তের বাড়ীর এক পার্শ্ব।

মিস্ কলেরাপটাস্ ম্যারেজ-এক্সপেনস সভার ডিটেকটিভ্, বায়োস্কোপ, ক্রিকেট, কিউরেসিটী, পোলো, রগ্‌বী, চুচকাঠী, ডম্বল, হাঁডুডু ইত্যাদির ভলেণ্টিয়ার বেশে ("জয় জয় ম্যারেজ এক্সপেন্‌স বয়কট্‌সভার জয়" বলিতে বলিতে প্রবেশ)।

কলেরা। আমি ঘটকী সেজে সব অনুসন্ধান করে গেছি, কাল লুকিয়ে ছেলের বিয়ে দেবে, কাকে জানতে দেবে না, কেবল মেয়ের বাপ এসে টাকাগুলি দিয়ে যাবে, মেয়ের গয়নার টাকা, ছেলের বরাভরণের টাকা, গায়ে হলুদ ফুলশয্যার টাকা, লোকজন খাওয়ার টাকা, এক বৎসরের তত্ত্ব তাবাসের টাকা, সব টাকা ধরে নেবে। সদর দরজা বন্দ দেখে তাই খিড়কীর দরজা দিয়ে নিয়ে এলুম, এ দরজাও বন্ধ। বোধ হয় মেয়ের বাপ এসেছে, টাকা দিতে এসেছে, নিশ্চয় দরজা দিয়ে টাকা দিচ্ছে।

বায়ো। চল দরজা ভেঙ্গে বাড়ীতে ঢুকি।

কলেরা। একটু ওয়েট কর, সিঁড়িখানা দাও দেখি (সিঁড়িখানা

লইয়া জানালায় লাগাইয়া ওপরে উঠিয়া) বায়ো, বায়ো, যা বলিছি তাই ঠিক, টাকার বাক্স খুল্‌ছে। চট করে একখানা পকেট বই বার কর।

বায়ো। (পকেট হইতে পকেট বই বাহির করিয়া) করেছি।

কলেরা। লেখ লেখ লেখ চটপট লেখ, ফর্দ্দ বার করে টাকা মেলাচ্চে লেখ।

বায়ো। বল লিখ্‌ছি।

কলেরা। এখন মুখে বলেনি, পোলারাম বাবু সিন্দুক খুলছে। লেখ প্রথম দফা ছেলের জন্ম থেকে এণ্ট্রান্স পাশ হওয়া পর্য্যন্ত খোরাক পোষাক স্কুলের খরচা বাবদ ৯১৭৯৮৴১৫।

বায়ো। লিখেছি।

কলেরা। মেয়ের অর্ণামেণ্টের বাবদ ২৪৭০৵৫।

বায়ো। লিখেছি।

কলেরা। ছেলের বরাভরণ, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, বাইসিকেল, হার-মোনিয়াম, মটর বাবদ ১০৩১৲।

বায়ো। লিখেছি।

কলেরা। লোকজন খাওয়ানো বাবদ ৫১৫৲।

বায়ো। লিখেছি।

কলেরা। গায়ে হলুদ ফুল-শয্যা আর এক বৎসরের তত্ত্বাবাস বাবদ ১৮০০৲।

বায়ো। লিখেছি।

কলেরা। পেলারাম বাবুর বেয়াই বাড়ী যাবার আসবার ট্রাম ভাড়া বাবদ এক বৎসরের ট্রান্সফার টিকিট হিসাবে ১১২৷৹ আর আজ মেয়ের বাপকে পান তামাক খাওয়াতে খরচ

পড়েছে ৴১৫ পয়সা। মোট পনেরো হাজার একশত বার টাকা আট আনা তিন পয়সা মাত্র।

বায়ো। লিখেছি।

পোলো। পেলারাম বাবুর ঘাটের খরচ?

কলেরা। সিন্দুকে চাবি দিচ্ছে, চল চল এদিক দিয়ে সুবিধে নয়, ঐদিক দিয়ে চল ঐ ওদিক দিয়ে চল (সিঁড়ি হইতে নামিয়া)।

বায়ো। ভগ্নী পটাস্‌ তুমি অল্প দিনের মধ্যে খুব ডিটেকটিভ্‌ হয়েছ। এস সেক্‌হ্যাণ্ড করি এস (সকলে সেক্‌হ্যাণ্ড করণ) চট্‌করে চলে এস। চট্‌করে চলে এস। ঐদিক দিয়ে যাই এস।

সকলে। চল চল চল জয় ম্যারেজএক্‌সপেনস বয়কট সভার জয়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় মজ্‌লিস্‌।

(একটী "বন্দে মাতরম্‌" বালক ও একটী "বন্দে মাতরম্‌" বালিকার উভয়দিক হইতে প্রবেশ।)

বালক। তোমার নাম কি ভাই?

বালিকা। আমার নাম "বন্দে মাতরম্‌"। তোমার নাম কি ভাই?

বাল। আমারও নাম "বন্দে মাতরম্‌"।

গীত।

বালিকা। বল ভাই "বন্দে মাতরম্‌"

বালক। "বন্দে মাতরম্‌"।

বালিকা। বল ভাই "বন্দে মাতরম্‌"

বালক। "বন্দে মাতরম্‌"।

উভয়ে। মিলন হলে সখা সখি দুজনে কি কম।

বালক। বল ভাই "বন্দে মাতরম্‌"

বালিকা। "বন্দে মাতরম্‌"।

উভয়ে। (হবো) তোমার আমি (হবে) আমার তুমি—
মজা কি রকম।

বালক। বল ভাই "বন্দে মাতরম্‌"

বালিকা। "বন্দে মাতরম্‌"।

উভয়ে। হবো সখা সখি মাখা মাখি গা করে ছম্‌ ছম্‌।

বালিকা। বল ভাই "বন্দে মাতরম্‌"

বালক। "বন্দে মাতরম্‌"।

উভয়ে। হলে দ্বেষা দ্বেষী,রেষা রেষী বাজে ঝমাঝম্‌।

বালিকা। বল ভাই "বন্দে মাতরম্‌"

বালক। "বন্দে মাতরম্‌"।

উভয়ে। সরল প্রাণে গরল কভু ঢেলনা একদম্‌!
দুটী প্রাণ একটী হলে চলে রমা রম।
বল ভাই "বন্দে মাতরম্‌"।

[প্রস্থান।

চতুর্থ মজ্‌লিস্‌।

পেলারামের বাটীর অন্তঃপুর।

কাদম্বিনীর হরিনামের ঝুলি হাতে, বউগণ কেহ কুটন কুটীতেছে, কেহ চুল বাঁধিতেছে, কেহ ফৰ্দ্দহাতে, কেহ বঙ্কিম বাবুর নভেল হাতে। একজন ঝি, একজন চাকর, একজন দই ওয়ালার আই বুড়ো ভাতের দ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ।

কাদ। কোত্থেকে এলো?

ঝি। তোমার সেজো বৌয়ের বাপের বাড়ী থেকে এসেছে।

কাদ। অমন আইবুড়ো ভাত না পাঠালেই হত, বড় বউ! এদের দুটো দুটো পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দে।

ঝি। আর দুটো করে পয়সা দিতে হবেনা, তোমরা মাগ ভাতারে বিয়ের পর দিন জল খেও।

কাদ। দেতো দেতো মাগীকে খ্যাংরা মেরে বের করে দেতো।

ঝি। আর খ্যাংরা মারতে হবেনা, খ্যাংরার দর ঢের, কলকাতার খ্যাংরা সের দরে বিক্রী হয়। আয়রে লকড়ে, আয় রে ক্যাবলা, আইবুড় ভাতের তত্ব আবার এর চেয়ে কি দেবে! অনেক বাড়ীতে আবার তত্ব বেচে ফেলে! এ বাড়ীতেও তাই। বাবা. কেউ যেন আয় মেয়ে বিয়োয় না।

[সকলের প্রস্থান]

(রসগোল্লা স্যাকরাণীর গান গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

গীত।

আমার লজ্জা করে সজ্জা করে বার হ'তে রাস্তায়
গেলে পরে মেয়ে মহলে
দেখে তারা খোঁপাটী খুলে
বলে খোঁপায় অাঁটা দিব্বি কাঁটা
কেমন নামটী অাঁটা পানপাতায়।
ছুঁড়ী বুড়ী সব যুবতী
বলে দেখা লো প্রজাপতি
তোর প্রজাপতি ফ্যান্সী অতি দেখিতে প্রাণ যায়।

রস। (কাদম্বিনী ও বউদের প্রতি) আপনারা ভাল আছেন?
ছোট বাবুর বে তাই একবার এলুম।

বউ। ভাই তোমার স্বদেশী ছড়াটী বলনা।

রস। আছে পরিপাটী ভ্যারাইটী গয়না চমৎকার।
(দেখে) হ্যামিলটন্‌ হার মেনে যায় কুক কেল্‌ভী হয় পগার পার।
আলতা পায়ে স্যাঁকড়া তোড়া পাঁইজোর পঞ্চম।
বাজ্‌বে পায়ে পঞ্চমেতে ঝমর ঝমর ঝম্‌।
(তায়) আশা সোটা ডায়মন কাটা তীর কাটা দেয় তাল।
(তখন) রেগে উঠে বাতাসা পাক ধরে যে খেয়াল।
চুট্‌কী তখন মাথা নেড়ে লাগায় টীট্‌কিরী।
বেঙ বেঙ্গীকে ডেকে তখন গমক দেয় গুজ্‌রী।
নেউল তখন লেজটী নেড়ে করে রে ছট ফট্‌।
আস্তায়েতে আস্তে আস্তে সুর দেয় আঙট্‌।

শ্রীপদে পড়িয়ে যখন বেজায় আওয়াজ ধরে।
প্রাণটী তখন পুরুষ গুলোর হাসেন হোসেন করে।
চন্দ্রহারের বাহার দেখে আকাশের চাঁদ কাঁদে।
বাঁকড়া বিছে মরে নেচে পড়ে যেন ফাঁদে।
(তখন) উল্টো গোট্‌ করে চোট্‌ উল্টে উল্টে পড়ে।
চাবি শিক্‌লি রেটে ধরে ছুপুর ছুপুর নড়ে।
নিটোল নোলক দেখে মরে নবীনা নাগরী।
নাকে পরে নিজে তারা করে আহা মরি।
নানা ছাঁদের নানা ফাঁদের নথ আর টানা।
নাক্‌ছাবী নাকে দিলে চেয়ে দেখে কাণা।
তাবিজ তাগা তাড় পৈঁছে বাজু বাঁক চুড়ী।
বুড়ি গুলোও হাতে দিলে হয়ে যায় ছুঁড়ী।
নেচার প্যাটেন জসম আর কুলপাত তাবিজ্‌।
যে পরেছে সেই বুঝেছে এ দুই কেমন চিজ্‌।
মিছরি দানা যব দানা মর দানা চাম্পদানা।
যে পরে তার হুড়কো ভাতার ঘরে দেয় হানা।
ইন্‌ভয়েস্‌ আঙুর পাতা আর আবড় জং।
হাতে দিলে সুন্দরীর ফেটে পড়ে রং।
পাটরি গোখরি রতন চুর বালা ব্রেসলেট্‌।
যে পরে সে পটের বিবি শেখে এটিকেট্‌।
আশা সোঁটা নিচুকাটা ডায়মন কাটা বালা।
সকল বালা বলতে গেলে কাণে ধর্‌বে তালা।
আমার আংটী হাতে দিলে ফিলিং উদয় হয়।
ফিলিংগেতে ধর্‌লে সুর এক মিনিটে জয়।

গলা ধরে নেকলেস কত আদর ক্‌রে।
(দেখে) দড়া দমা হেলেহার চক্ষু ঠেরে মরে।
বিছে আর সাত নর এস্‌ আর ষ্টার।
গলায় উঠে মরে ফেটে করে অহঙ্কার!
(করে) কামরাঙ্গা চক্ষুরাঙ্গা বলে ওলো সেলি।
পবিত্র হার দেখে তুই ফেটে চটে গেলি।
কণ্ঠি তখন কণ্ঠে পড়ে করে কত ছলা।
(বলে) সেঁতী সিঁতী সরস্বতী হলো একি জ্বালা।
ফুল পাত হেরে চীক ফিক্‌ ফিক্‌ হাসে।
(বলে) কত এলো কত গেল দেখলুম এ বয়সে।
পারসী ইহুদী মাকড়ী কান বালা কান।
(হেরে) টপ্‌ ইয়ারিং পিপুঁল পাতা ঝুমকো হতমান।
(আহা) উঠেছে মাথায় যখন মুকুট বাগান।
(দেখে) প্রজাপতি ফুলসিঁতি হয়েছে অজ্ঞান।
ঝাপ্টা তখন ঠাট্টা করে বলে ও চিরুণী।
কেন ধনী বিনোদিনী করিস লো কাঁদুনী।
পাল্লুম যত বল্লুম তত বলবো কত মুখে।
শেষ কালেতে সোনার শিল দিতে হবে বুকে।

বড় বউ। মা! মা! বাবাকে বলুন না ছোট বউয়ের জন্য এক সেট কিন্‌তে!

(নেপথ্যে পেলারামের গলার শব্দ।)

কাদ। স্যাকরা মেয়ে! কর্ত্তা আসছেন, ঐ ঘরে একটু বোসত মা।

[সেকরাণীর প্রস্থান]

পেলা। ঠকে গেলুম, ঠকে গেলুম! টেক্সো আফিসটে যদি

কায়েং হতো, আর তার যদি একটা মেয়ে থাকতো আর আমার ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ের সম্বন্ধ হতো তা হলে তো পোয়া বারো হয়ে যেতো। খুব করণকষ্টি করেও বাঙ্গালী টোলায় বিডন্‌ বাগানখানা, ইংরাজ টোলার লালদিঘিটা, আর সমস্ত আদায়ের নিখরচা টুইণ্টি-ফাইভ্‌ পারসেণ্ট না দিয়ে পার পেতো না। আর রোজ বাজারটা আসটা করতে হতো না। ধাঙ্গড়টা আসটা এসে কাজ কৰ্মটা করে দে যেতো। এনট্রেন্স পাশ ছেলেও পোনের হাজার টাকায় ছাড়লুম। যে স্বদেশী ব্যাপার হয়েছে এখন ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

কাদ। বলি ওগো! একি আবার ঢং; কোমরে সিন্দুক বেঁধে কোথা চলেছ?

পেলা। কি জান কাদু যে চোর ডাকাতের ভয় হয়েছে, আর সিন্দুক কোমরে বেঁধে না রাখলে চলেনা! আমার সব কটী ছেলের বিয়ের টাকা এই সিন্দুকে আছে জাননা? বুঝলে?

কাদ। যা ইচ্ছে কর। মেছুনী বসে আছে আটটা পয়সা দাও।

পেলা। কি জান কাদু, যতক্ষণ সাতটী পয়সা থাকে ততক্ষণ আমার; দোয়ানি হলেই সিন্দুকের। কোম্পানী সুখে থাকুক, আর একটু সুবিধে করে দিয়েছে, আনী পর্য্যন্ত করে দিয়েছে। যাও মেছুনীকে আজ যেতে বল, পয়সা হাতে এলে সংবাদ দেবো; বুঝলে? বিজ্ঞ-লোকেরা কি বলে কাদু, জান? বিবেচনা করে তাঁরা বলেন লাখ্‌টাকা যতদিন না জমে ততদিন গুড় খাবে; বুঝলে?

কাদ। হাঁ বুঝেছি; আমি দিচ্ছি। বলি, কাল যে বৌ, লোকজন আসবে খাবার দাবার একটা ব্যবস্থা কর।

পেলা। কি জান গিন্নি, খাওন দাওন্ একটা ঝঞ্ঝাট ! বিজ্ঞ-লোকেরা কি বলেন জান ? তাঁরা বলেন খেলেই হল দেখলে কি হয় না ? খাবার ইচ্ছে হল, সোঁ করে বাগবাজারে চলে গেলুম—রসগোল্লার হাঁড়ীটা দেখে এলুম। সেখান থেকে ভোঁ করে বড় বাজারে চলে গেলুম—কাঁচা গোল্লার থালাটা রাবড়ির হাঁড়িটা দেখে এলুম। পোঁ করে আফিং চৌরাস্তা চলে গেলুম—লুচি-কচুরি-খাজা গজা মতিচুর ইত্যাকার নানাপ্রকার খাবার ভরপুর দেখে এলুম। বাস, উদর পরি-পূর্ণ ! রসনার আর বাসনা রইলো না ! বুঝলে ? বলি বাড়ীর দরজাতো বন্ধ আছে ; না থাকলে, বুঝলে।

কাদু। ওগো তোমার গুষ্টির পায়ে পড়ি, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝছি। আর অপমান করোনা। একটা ব্যবস্থা কর, নয় গলায় দড়ি-দোবো।

পেলা। (স্বগতঃ) গিন্নি মরেতো একটা ছোট খাটো মজা হয় ; একটা বিয়ে করে কিছু মারি ! আর ছেলের বিয়ের টাকা তো সিন্ধুকে পুরেছি, বস্ ! (প্রকাশ্যে) কি জান গিন্নি, বিজ্ঞ লোকেরা কি বলেন জান ? মহৎ মহৎ প্রধান ডাক্তারেরা স্থির করেছেন সন্দেশ খেলে নাড়ী পচে যায়। রসগোল্লা খেলে পেটে নোড়া হয়, রাবড়ি খেলে দাত নড়ে, সরভাজা খেলে বুকে দমা ধরে, খাজা খেলে বাঁজা হয়, বর্‌ফি খেলে ফোক্‌লা হয়, সীতেভোগ খেলে কুকুরে কামড়ায়। আর জীব হত্যা-করে পোলাও কালিয়া চপ্ কটলেট্ খাওয়ান আর বাপ-পিতামহকে নরকে পাঠানো সমান। তাই বলি গিন্নি, পয়সা খরচ করে রোগ বাড়ান আর পিতৃপুরুষকে নরকে পাঠিয়ে

অধর্ম্ম করা কি ভাল ? বুঝলে ? বলি বাড়ীর দরজা দুদিকের দেওয়া আছেতো ?

কাদু। তবে মনোরঞ্জনের বে হবে না ? তাদের যে টাকা নিলে গো!

পেলা। কি জান গিন্নি, বিয়ে কর্‌তে হেঁটে যাওয়া প্রথা নেই। যাহোক্‌ মন্ত্রীকে ⁄৫টা পয়সা দোবো ট্রামে চলে যাবে, আসবার সময় ⁄৫ পয়সা বেয়াই মশাইয়ের কাছ থেকে চেয়ে আনবে। এক মাসের তামাকের খরচ চলে যাবে। বুঝলে গিন্নি, আমিত আর রুসিয়ার "জার"নই, আর দাতাকর্ণ হয়ে বসিনি যে দুহাতে পয়সা খরচ করবো। বুঝলে ? বলি সদর খিড়কির দরজা দেওয়া আছেত ? বিয়ের কথা শুনলে পেটুক বেটারা কৃপণ বেটারা দলে দলে বাড়ী ঢুকবে। এখন বুঝলে ?

(মনোরঞ্জনের প্রবেশ)

মনা। বাবা, একটি জামা আর একজোড়া জুতো কেনবার টাকা দাও।

পেলা। বাবা, পয়সা কি খরচ করতে আছে ? পয়সাতে আর তোতে সমান যে বাপ ; একটা জামা গায়ে এঁকে দেবো আর যেখানে পাশ দিতে যায় সেই খানটাকে কি বলে সেই খানে পুরনো জুতো বিক্রী হয় কালকের মত এক জোড়া ভাড়া করে আনিস্‌, বুঝলি ? বাড়ীর ভেতর ছিলি না বাইরে থেকে এলি ? ওদিকের দরজা বন্ধ আছেতো ?

মনা। মা ! মা ! আমি বিয়ে করবো না। যাঁর কন্যা তিনি সর্ব্বস্ব বিক্রী করে নিজের খাবার সংস্থান বোধ হয় না রেখে

বিয়ে দিচ্ছেন। হয় আমি অমনি বিয়ে করবো না হয় আমার কোন বন্ধুকে অমনি বিয়ে করতে অনুরোধ করবো। মা তোমার পায়ে পড়ি আমাকে অনুমতি দাও। শ্বশুর মশাইয়ের যদি অবস্থা ভাল হয় অবশ্য তিনি তাঁর জামাইকে সুখে রাখতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করবেন না। তাঁর টাকা ফেরত দিতে বলি (সমস্বরে "বন্দেমাতরম্‌")।

জানালা দিয়ে কলেরা পটাস. বায়োস্কোপ. ক্রিকেট, পোলো, ড .ল, হাডুডুড়্, চুচুকাটির একে একে লাফিয়ে পড়া ; বন্দে মাতরম্। জয় ম্যারেজ এক্সপেন্স্‌ বয়কট্‌ সভার জয় !)

পেলা। গিন্নি, গিন্নি, এরা সব পেত্নী, এরা সব ভূত্‌নী, এরা সব কামিক্ষ্যের ডাইনী, এরা সব রোঘো ডাকাতনী বুঝলে ? তা না হলে এ হেন পেলারাম দত্তর বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ থাক্‌তেও পাঁচিলে উঠে জান্‌লা ভেঙে মাথা গলায় কার চোদ্দ পুরুষের সাধ্য ? গিন্নি তুমি জলদী করে হামরা পাশমে দাঁড়াও, মনা-মনা আঁসবটীখানা আনতো একবার দেখি। নচেৎ আমার অন্দর মহলসে ছুটে ছুটে নিক্‌লো নিক্‌লো। ভূতনী বেটীরা পেত্‌নী বেটীরা আবি নিকলো।

বায়েরা। (পেলারামের পায়ে ধরিয়া) ধর্ম্ম-পিতা ! (গিন্নির পায়ে ধরিয়া) ধর্ম্ম-মাতা আমাদের ভূতনী পেত্নী, ডাইনী, শাকচুন্নি যা ইচ্ছা বলুন। আমাদের যা ইচ্ছা সাজা দিন, আমাদের বিষ খাইয়ে মারুন, পুড়িয়ে মারুন, গঙ্গায় ভাসিয়ে দিন, আমরা কিছু বলবো না। আপনাদের আজ্ঞা আমরা মাথা পেতে নেবো। এই নিন, লাঠী নিন, মাথা পেতে দিচ্ছি, আমাদের মাথায় মেরে মাথা ভেঙ্গে দিন, এই নিন কাটারী

নিন, গলা পেতে দিচ্ছি আমাদের গলা কেটে ফেলুন। ভিক্ষা—হিন্দু হয়ে হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষা করুন! হিন্দু হয়ে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করুন! আর অত্যাচার সহ্য হয় না! সহ্য হয় না—সহ্য হয় না।

পেলা। আহা হা—হা, আর মতিরায়ের যাত্রার দলের রাণীর মত বক্তৃতা দিতে হবে না। আর ঐ বিডনষ্ট্রীটে থিয়েটারে হর-মণির মত এ্যাক্‌টো করতে হবে না। আও হামরা বাড়ী থেকে সুড় সুড়, গুড় গুড়, নিকলে যাও। মত্‌ সবুর করো।

বায়ো। অভিনয় আমরা করিনি, অভিনয় আপনারা করছেন হিন্দুর ঘরে ঘরে কন্যা-দায়গ্রস্ত পিতামাতার প্রাণ বিয়োগান্ত নাটক প্রতিদিন অভিনয় হচ্ছে। কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা সারাদিন চক্ষের জলে ভাসছেন। আপনার কন্যা নাই তাই আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না।

পেলা। গিন্নি! গিন্নি! এই কট্‌কটে পেত্নী গুলোর বাক্যি সহ্য হচ্ছে না। সহিতে নাহি পার্‌তা হায়। অত্যন্ত রাগ আসতা।

বায়ো। (মনরঞ্জনের হাত ধরিয়া) ভাই! ভাই! তোমরা, সমাজের ভবিষ্যৎ ভরসা। তোমরা না সাহায্য করলে হিন্দু সমাজের দুরবস্থার অবধি থাক্‌বে না। এস ভাই এস আমাদের সঙ্গে এস, আমাদের ষ্ট্রাইক সভায়, আমাদের ম্যারেজ-এক্সপেন্স-বয়কট-সভায় যোগদান করে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করবে এসো। এস, এস, এস!

পেলা। ওরে বেটী পেত্নীরা! আমার ছেলে কি ভূত, তা তোমরা পেয়েছো, আমার ছেলের হাত ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ছাড় বেটীরা ছাড় ছাড়!

মন। বাবা, বাবা, আমি আপনার শ্রীচরণে, মাতার শ্রীচরণে প্রণাম করে বল্‌ছি যাতে হিন্দু-সমাজের দুরাবস্থা দূর হয়, কন্যাভারগ্রস্ত কন্যার পিতামাতার এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলা নিবারণ হয়, যাতে তাঁরা অনাহারে,অনিদ্রায়, না থেকে আত্মহত্যা না করে তার তিলমাত্র যদি উপকার করতে পারি জানবো পিতৃমাতৃ ঋণ নামে যে মহাঋণ আছে তার বিন্দুমাত্রও শোধ করতে পারবো। ভগ্নিগণের সঙ্গে মিলে সমাজের সদরে অন্দরে ধরে ঘরে পায়ে ধরে বেড়াবো। আমি বিয়ে এখন করবোনা, টাকাগুলি ফেরত দিন। আমি এখনি বিদায় হলুম শ্রীচরণে প্রণাম।

কলে। মশাই আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন কি ?

পেলা। পেরেছি! তা আর চিনতে পারিনি, তুমি আমাদের পুকুর ধারের স্যাওড়া গাছের পেত্নী তোমাকে আর চিনতে পারিনি!

কলে। কাল সন্ধ্যের সময়ের কথা মনে করুন দেখি।

পেলা। হাঁ, হাঁ, গলার স্বরে চেন চেন কচ্ছি! কে বলো দেখি ?

কলে। আমি সেই কালকের ঘট্‌কী।

পেলা। তবে তোমার এ বেশ কি ?

কলে। আমি ম্যারেজ-এক্সপেন্স-বয়কট-সভার ডিটেক্‌টিভ্‌। কাল ঘট্‌কী সেজে এসেছিলুম। বিয়ের খবর নিলুম। নিয়ে বুঝলুম আপনি একজনের সর্ব্বনাশ করছেন।

পেলা। (স্বগতঃ) ও বাবা আবার মেয়ে টিকটিকি হয়েছে। দেখ তুমি গিরগিটীও ঘটকী হও আমার সঙ্গে (Speake) স্পিক্‌নী মৎ ডু।

হাড়ুডু। মশাই আমার নাম হাড়ুডু। আমার সঙ্গে Speake ডু।

পেলা। আমার ছেলের বে আমি দেবো, আমি টাকা নেবো, তা তোমাদের ফাদারের মাদারের কি? যারা মেয়ের বিবাহ দিতে পারবেনা, তাদের মেয়ে হ'লে তখনি গলায় নুণ টিপে দিয়ে মেরে ফেলতে পারে না? গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে পারে না? মনা-মনা পেত্নী গুলোকে ঝাড়ু মেরে বাড়ীর বার করে দে। মনা পিতাকাবাৎ অগ্রাহ্য ডু।

পেলা। গিন্নি, গিন্নি, আমাকে তো নাকানি চোকানি খাওয়ালে। যাক ছেলে বেটা, তুমি থাক্‌লে ঢের ছেলে হবে। তবে টাকাগুলি ফিরে দিতে গেলে তো আমি মরে যাবো। আমি বেটার শোকে মরবো না। টাকার শোকে মরবো।

[প্রস্থান।

কাদু। ভগবতী, আমার ছেলেকে বাচিয়ে রেখো। আমার ছেলের দ্বারা যদি সমাজের শিক্ষা হয়, আমার ছেলের দ্বারা যদি কন্যাভারগ্রস্ত কন্যার পিতামাতার কণামাত্র উপকার হয় জানবো, সার্থক সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলুম।

পলো। মা তুমি ঠিক বলেছ, চল, আমাদের কাজ হয়েছে। জয় ম্যারেজ—এক্সপেন্স—বয়কট সভার জয়!!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম মজ্‌লিস্‌।

—※—

ধর্ম্মতলার মোড়।

শ্রীমতী বঙ্গলক্ষ্মীসুন্দরী, শ্রীমতী শুক্লবসনাসুন্দরী, শ্রীমতী দেবরাণী, শ্রীমতী বীণাপাণি।

গীত।

আমরা, স্বদেশী রমণী, স্বদেশ জননী,
স্বদেশ বড় ভালবাসি।
আমরা স্বদেশী বিজ্ঞানে, স্বদেশী পূজনে
হইব স্বদেশবাসী।
আমার দেশের মাটী সোণা, ফালের আগে ফলে সোণা,
তাঁতী হ'য়ে ধ'রবো সানা, শিখবো তাঁতবোনা,
ক'রবো কল কারখানা, এই বাসনা,
মাছিমারা কেরাণীর হবনা প্রেয়সী,
জানি মূলমন্ত্র নিশিদিশি "জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

ষষ্ঠ মজলিস।

—ঃ*ঃ—

গড়ের মাঠ।

আলোকমালা সুশোভিত মনুমেণ্ট, পত্রপুষ্প সুশোভিত মনুমেণ্টের নীচে মহিলামজ্‌লিসের ম্যারেজ-এক্সপেন্‌স-বয়কট-সভা মহিলাগণের অশ্বারোহিক ও পদাতিক ভলেণ্টিয়ার বেশে, তৎপরে বেলুন বিহারিণীর প্রবেশ. পলো, ডম্বল, চুচুকাটী, হাডুডু প্রভৃতির প্রবেশ ও উপবেশন।

পলো। হিন্দু সমাজ প্রপীড়িতা! মহিলা ও বালিকাগণ, আজ আমাদের সুখেরও দুঃখের ও দিন। সুখের দিন কেন যে, আজ আমরা সকলে সমবেত হয়ে ম্যারেজ-এক্সপেন্স-বয়কট সভায় যোগদান করেছি। দুঃখের দিন কেন, আমাদের হিন্দুসমাজ নীরব, নীথর হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় পড়ে আছেন। আমার ইচ্ছা, অদ্যকার সভায় শ্রীমতী বেলুন-বিহারিণী সভাপতিনী হউন। (করতালি)

কলেরা। আমি এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতেছি।

সকলে। আমরা সকলে সর্ব্ববাদী সম্মতি দিতেছি। শ্রীমতী বেলুন বিহারিণী সভাপতিনী হউন।

(বেলুন বিহারিণীর সভাপতির আসন গ্রহণ)

(করতালি)

বেলুন। (দণ্ডায়মান হইয়া) বালিকাগণ ও মহিলাগণ! যাহা

আমরা কখনও স্বপ্নে ভাবি নাই, কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই, তাহা দেখিয়া আজ প্রাণে আশাতীত আনন্দিত হইলাম। সভার আয়োজন ও উদ্দেশ্য যদিও সকলে অবগত আছেন, তবে কয়েকটী কথা বলিব মাত্র। প্রথম কথা,—হিন্দু সমাজের ঘরে ঘরে কন্যাগণের বিবাহ দেওয়া একটা মহাবিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহ-ব্যয়ের ভার, আর সেই বিবাহ-ব্যয়ের ভারের অত্যাচার কন্যা-ভারগ্রস্ত পিতা-মাতাকে এতদূর ভারাক্রান্ত করিয়াছে যে, পিতৃমাতৃ মৃত্যুদায় অপেক্ষা, উপযুক্ত পুত্র কন্যার মৃত্যুদায় অপেক্ষা মহাদায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহ-জগতে, পর-জগতে, আর কোন জগত যদি থাকে, সেই জগতেও যদি কোন বিভীষিকা-পূর্ণ সাজা বা যাতনা থাকে, তাহা অপেক্ষা যাতনার জ্বালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই যাতনার জ্বালা নিবারণ করিবার বাসনায় অদ্য এই ম্যারেজ-এক্সপেন্স-বয়কট সভার আয়োজন হইয়াছে। কন্যা-দায়-ভারগ্রস্ত বিপন্ন পিতামাতার কন্যাগণ পণ করিয়াছে যে, বিবাহ ব্যয়ের প্রথা সম্পূর্ণ সংশোধন না হইলে, তাঁহারাও বিবাহ করিবেন না। দ্বিতীয় কথা,—আমরা হিন্দুকুলের কুললক্ষ্মী হইয়া দেবতার ন্যায় স্বামীকে পূজা করিবে।; আমাদিগের প্রতি আলক্ষীর মত ব্যবহার করিলে, আমরা দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইন করিবো ও ষ্ট্রাইক করে তাহাদিগকে বশে আনিব। আর আমরা হিন্দুয়ানী ভুলিব না। হিন্দুয়ানী ভুলে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

(করতালি দেওন)

কলেরা। মহিলাগণ, কন্যাগণ, সভ্য সমাজে আর একটী কথা উঠিয়াছে যে—শাস্ত্রে আছে স্ত্রী অপ্রিয়-বাদিনী বা মুখরা হইলে স্বামী আর একটী বিবাহ করিতে পারিবেন। সেইটীও মুখরা হইলে আর একটী বিবাহ করিতে পারিবেন। ধরুণ স্বামী-ঘরে থাকিতে হইলে একদিন না একদিন শাশুড়ী ননদ প্রভৃতির সহিত ঝগড়া হইল, স্ত্রী না হয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া স্বামীকে জানাইল, স্বামী বলিলেন তুমি মুখরা! তা হ'লে অমনি স্বামী একটী বিবাহ করিবেন? যদি অন্যের গহনা দেখিয়া স্বামীকে বলি, তোমার হাতে আমার সুখ হলো না, তা হ'লে অমনি স্বামী ঘটক্ ডাকাইবেন, বিবাহ করিবেন? স্বামীকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে মুখঝাম্‌টা খাইতে হয়, অমনি স্বামী বলিলেন তুমি মুখরা! অমনি স্বামী চেলির কাপড় পড়িয়া, সোণার টোপর মাথায় দিয়া বিবাহ করিতে যাইবেন? এ সভায় স্বামীও যাহাতে বহু বিবাহ না করিতে পারেন, তাহার একটা প্রস্তাব হউক।

বেলুন। শ্রীমতী কলেরা পটাস্‌ সুন্দরীর প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

(মাইক্রস্‌কোপের প্রবেশ)

মাইক্রস্‌। আমাদের ঘাট হয়েছে, আমরা হত্যে দিতে বুকে হেঁটে তোমাদের কাছে এসেছি। এই কাণ মলছি, নাকে খত্ দিচ্ছি। বিবাহ-ব্যয় যাতে নিবারণ হয়, কন্যা-ভারগ্রস্তগণ যাতে রক্ষা পায় তাহা আমরা করিব। দোষ তোমাদের নয়, দোষ আমাদের।

বেলুন। তোমরা আমাদের দেবতা, তোমাদের বশে আমরা বশীভূতা। এখন যাতে ঘরে ঘরে এই বিবাহ ব্যয়-নিবারণ হয়, তাহার উপায় করুণ এই ভিক্ষা!

জয় ম্যারেজ-এক্সপেনস্‌-বয়কট্‌ সভার জয়!

(জয়জয় বলিতে বলিতে কতিপয় সামাজ সেবক্‌ যুবকের প্রবেশ।)

নলিন। ভগ্নিগণ! আপনাদের আদেশ মত যথাসময়ে সভায় আস্‌তে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয়েছে সে জন্য ক্ষমা করিবেন। আমরা ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদিও আমাদের পিতা মাতা আমাদের বিবাহে অযথা অর্থের আশা করেন, আমরা তাঁহাকে যথাসাধ্য বুঝাইব। সহজে আমরাও বিবাহে সম্মতি দিব না। কথা না শুনেন আমরা বিনাপণে বিবাহ করিব। আর সমাজে, প্রতি পল্লিতে, প্রতি গলিতে, প্রতি ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে যাইব। সকলের পায়ে ধরে বল্‌বো--কন্যা ভারগ্রস্ত কন্যার পিতা মাতাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। দেখি, ম্যারেজ-এক্সপেনস্‌ উঠিয়ে দিতে পারি কি না? দেখি সমাজের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারি কি না? দেখি কন্যা ভারগ্রস্ত পিতা মাতার হাহাকার, আর্ত্তনাদ, মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি নিবারণ ক'রতে পারি কিনা?

পলো। (দৌড়িয়া যাইয়া পায়ে ধরিয়া) ভ্রাতাগণ, তোমরা আমাদের হিন্দু সমাজের একমাত্র ভবিষ্যৎ ভরসা। তোমাদের কাছে আছে আমাদের সুখ, দুঃখ, লজ্জা, ভয়, মান, অভিমান সকল আশার আশা বিরাজমান। ভাই যাতে

বিবাহ-ব্যয় নিবারণ হয়, যাতে হিন্দু সমাজ রক্ষা হয়, তার উপায় কর। আর আমাদের কিছু বলিবার নাই।

(পেলারামের প্রবেশ।)

পেলা। ওরে বেটা! বেটা রে, কোথা গেলিরে বেটা। আমি কেউ কেটা নইরে বেটা। ওগো আমার বেটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বার করে দাও। আমি বেটার পেছুনে ছুটকে ছুটকে এসেছি। বেটা এইখানে ঢুকেছে, দাও হামার বেটা দাও। আই এ্যাম্ নট্ এ যে সে ম্যান্!

মন। বাবা আপনার পায়ে ধরে বল্‌ছি আমার বিবাহে অর্থের আশা করিবেন না। আমরা ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বিবাহে আমরা অর্থ গ্রহণ করিব না, আপনি অর্থগুলি ফিরিয়ে দিন, আর আমার বিবাহ দিন। আর যদি অর্থ ফিরিয়ে না দেন, আমি বিবাহ করবো না।

পেলা। যা বেটা, আমি আর একটা বেটা ভাড়া করে এনে বে দেগা। ওরে বেটা এ টেকা! টেকা! টেকা আর বেটা ঢের তফাৎ। একটা বেটা গেলে সইতে পারবো, একটা টেকা গেলে সইতে পারবো না, বুঝলিরে বেটা!

বামো। (পেলারামের পায়ে ধরিয়া) পেলারাম বাবু, সমাজ রক্ষা করুন। আমাদের রক্ষা করুন, আপনি ধন্য হউন, সমাজকে ধন্য করুন।

পলো। (পেলারামের পায়ে ধরিয়া) দেশের লোকের সহানুভূতি নাই তাই আমাদের দেশের সমাজের এই দুরাবস্থা হয়েছে। জাতীয় জীবন ও সমাজ বন্ধন প্রভৃতি সহানুভূতি-পরায়ণ হইলে আমরা আবার উন্নতির অচল-শিখরে পুনরায়

আরোহণ করিতে পারিব। পেলারামবাবু হিন্দুসমাজের কন্যার বিবাহ ব্যাপার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন প্রত্যেক গৃহে বীভৎসের করাল ব্যাদন, দেখিবেন যন্ত্রণার জ্বলন্ত দাবানল, দেখিবেন বিষাদের মষীময়ী ছায়া, দেখিবেন দ্বারে দ্বারে দুঃখের হাহাকার, উৎকণ্ঠার গভীর চীৎকার, শোকে উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস!

পেলা। যাও, যাও, তোম্ কোন্ হ্যায়, আমার সঙ্গে মৎ স্পিক্ ডু, হাম্ টেকা মাঙ্গতা হায়, বেটা মাঙ্গতা নেহি হ্যায়।

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্রের প্রবেশ।)

চারু। (পেলারামের প্রতি) মশাই আজ যে বিবাহ, আর যে সময় নেই, আমি সংবাদ পেয়ে এখানে ছুটে এসেছি! আমার যে জাত যায়, মান যায়, কুল যায়, (পায়ে ধরিয়া) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

পেলা। ঐ বেটা ঐ বেটা, ঐ বেটা, বেটাকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দাওগে। হাম্ কুচ জান্‌তা নেই, আমি বেটাকে দেখিয়ে দেতা, বস্। যাও বেটা, যাও বেটা, আবি যাও বেটা যাও।

মন। বাবা! যখন আমরা সমাজ-সেবক-যুবক-দলে ধর্ম্ম সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছি বিনা পণে বিবাহ করবো, তখন প্রতিজ্ঞা পালন করবই করবো। ভ্রাতাগণ লগ্ন যায় আর সময় নাই, তোমরা বাবাকে অনুরোধ কর যাতে টাকাগুলি বিবাহের পূর্ব্বে ফেরত দেন তার জন্য তাঁকে বিনীত ভাবে অনুরোধ ক'রবে। বাবা যখন বিবাহ দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন তখন ধর্ম্মতঃ আমি বাবার অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে বাধ্য! তবে আমাদের প্রতিজ্ঞা যাতে প্রতিপালন

করতে পারি তার ব্যবস্থা তোমরা করিবে। আমি চল্লুম, বিয়ে করতে চল্লুম।

চারু (আলিঙ্গন করিয়া) এস বাবা এস! সমাজ রক্ষা করলে, ধর্ম্মরক্ষা করলে, এস! পুত্রগণ কন্যাগণ! তোমাদের আর কি আশীর্ব্বাদ করবো জানিনা। তোমাদের কৃপায় আজ আমার জাত রক্ষা হলো, ধর্ম্ম রক্ষা হলো, সমাজ রক্ষা হলো, আর সময় নেই আমি চল্লুম।

(মনোরঞ্জনকে লইয়া চারুচন্দ্রের প্রস্থান।)

পেলা। বেটা বে করবে না। টেকাগুলো অম্‌নি যাবে। ধরে নিয়ে গেল বেশ হলো, যা বেটা উড়্‌কে উড়্‌কে বে করগে যা। টেকা তো আমার সিন্দুকে রইল!

নলিন। মশাই আপনার পায়ে ধরে বল্‌ছি আপনার ছেলে আদেশ মত তো বিবাহ করতে গেল! বিয়ের টাকা ফিরিয়ে দিন, নইলে জোর করে নোবো।

পেলা। আহা হা, তার আর জানি না। সিন্দুক ছোঁয়েঙ্গা মার্‌কে হাড় ভেঙ্গে দেঙ্গা। বুঝলেঙ্গা।

বায়ো। ভ্রাতাগণ! পরার্থে আত্মোসর্গ সহানুভূতির পূর্ণবিকাশ, ত্রিপাদ ভূমিদানে বলিরাজা যেমন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া পাতালবাসী হইয়াছিলেন, বুভূক্ষু ব্রাহ্মণের ক্ষুন্নিবারণ জন্য দাতাকর্ণ যেমন একমাত্র প্রাণাধিক পুত্রের মাংস রন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন, দধিচি যেমন পরোপকারের জন্য নিজের অস্থিপঞ্জর দিয়া পরোপকার মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, শিবি রাজা যেমন শরণাপন্ন বিপন্ন পারাবতের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের দেহের মাংস কাটিয়া গৃধ্র

মুখে অর্পণ করিয়াছিলেন, এইরূপ আত্মত্যাগ পরায়ণ হইতে হইবে। আত্মত্যাগই সমাজের উন্নতি, সমাজের উন্নতি, দেশের উন্নতি। যাও ভাই সমাজের কাজ করগে, সমাজ রক্ষা করগে, তোমরাই মাতৃভূমির অলঙ্কার। সমাজের অলঙ্কার।

[প্রস্থান।

নলিন। জয় ম্যারেজ এক্সপেন্‌স বয়কট সভার জয়। ভাঙ্‌, ভাঙ্‌ সিন্ধুক ভাঙ্‌।

(সকলে সিন্ধুক লইয়া প্রস্থান)

নলিন। ভগ্নি! আমরা যখন প্রতিজ্ঞা করেছি যে, বিনা পণে বিবাহ করব, তখন অবশ্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করবো। আর গলিতে গলিতে, পাড়াতে পাড়াতে, ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে যাহাতে সকলকে আমাদের দলভুক্ত করতে পারি তা করিবো, আর বিলম্ব করিতে পারিব না। বিবাহের পূর্ব্বে যাহাতে টাকাগুলি ফিরিয়ে দিতে পারি, তার চেষ্টা করিব, এস, এস, এস, সকলে এস!

পেলা! ও বাবা টেকাও গেল! বেটাও গেল! ও বাবা টেকাও গেল! বেটাও গেল! ও বাবা টেকাও গেল! বেটাও গেল! টেকা বড় কি বেটা বড়? টেকাই বড়, টেকাই বড়? টেকাই বড়! টেকাই বড়, টেকাই বড়।

[বুক চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে প্রস্থান।

বেলুন। হে জন্মভূমি পুণ্যভূমি মা! তোমার কন্যাগণকে কুল দাও মা! তোমার কন্যাভারগ্রস্ত কন্যাদায়ে প্রপীড়িত কন্যাকর্ত্তাগণকে বিবাহ-ব্যয়-ভার হতে মুক্তি দাও মা।

শান্তি দাও মা! আমাদের ভবিষ্যৎ ভরসা সমাজ সেবক যুবকদলের উৎসাহে ভগ্নি ও কন্যাগণের দৃঢ়পণে ম্যারেজ-এক্সপেন্‌স-কন্‌কট সভায় আশার সঞ্চার হয়েছে,—প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে। চল আমরা আশার আশায় সমাজের দ্বারে দ্বারে ভেসে যাই চল।

গীত।

আমরা ভেসেছি, আমরা ভেসেছি, আমরা ভেসেছি।
আমরা ভেসেছি না ভাস্‌তে আছি মজেছি না
মজতে আছি।

আয় আয়, ভাসি আয়, সমাজের পায়।
ভেসে সমাজ বঙ্গে, সমাজ রঙ্গে, সমাজ তরঙ্গে।
দেখি সমাজ মুখ তুলে চায় কি না চায়।
পূজিব ভজিব, রহিব নিয়ত সমাজ সেবায়।
আমরা হিন্দু কুলনারী, সমাজ কুমারী।
(দেখি) মহিলা মজ্‌লিসে পারি কি না পারি।
তুল্‌বো ম্যারেজ ডাওয়ারী হাতে পায়ে ধরি,
উঠিয়ে দেব কন্যাদায়।
কন্যাদায়! কন্যাদায়! কন্যাদায়! কন্যাদায়।

মহিলা-মজ্‌লিসের পর্‌দা পতন।

